POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক।'

(সূরা:আল বাকারা, আয়াত: ১৭৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

সংখ্যা 42

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 18 অক্টোবর , 2018 8 সফর 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

এই পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগের পিলাত অপেক্ষা অধিকতর সুনীতিপরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। কেননা বিচার কার্যে তিনি সাহস ও ধৈর্য সহকারে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, অধিকন্তু তিনি সুপারিশেরও কোন পরওয়া করিলেন না এবং স্বজাতি ও স্বধর্মের ভাবনাও তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাইল না। তিনি পূর্ণভাবে সুবিচার করিয়া এমন এক আদর্শ প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাঁহাকে জাতির গৌরব ও বিচারপতিগণের আদর্শ বলা হয়, তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা বানানো হইয়াছিল, তাহা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের মোকদ্দমা অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ছিল। কেননা তাঁহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা করা হইয়াছিল, তাহার ভিত্তি কেবল মাত্র ধর্মীয় মত বৈষম্যের উপর ছিল যাহা বিচারকের নিকট এক সামান্য বিষয় ছিল, বরং কিছুই ছিল না; কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল উহা হত্যার ব্যবস্থা করার দাবী ছিল। এবং মসীহের মোকদ্দমায় যেমন ইহুদী মৌলবীদের মধ্য হইতে কাহারও সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক ছিল। তাই এই কার্যের জন্য খোদাতা'লা মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীকে নির্বাচিত করিলেন। তিনি এক লম্বা জুব্বা পরিধান করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিলেন। মসীহ্‌কে ক্রুশে দিবার জন্য সরদার কাহেন যেমন আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল, তদ্রুপ এই ব্যক্তিও উপস্থিত হইল। প্রভেদ শুধু এই ছিল যে, সরদার কাহেন পীলাতের আদালতে আসন পাইয়াছিল, কারণ ইহুদীদের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে রোমান গভর্ণমেন্ট আদালতে বসিতে আসন দিতেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন। তাই সরদার কাহেন আদালতের নিয়মানুযায়ীই আসন পাইয়াছিল এবং মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এক অপরাধীর ন্যায় আদালতের সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু আমার মোকদ্দমায় ইহার বিপরীত হইয়াছে, অর্থাৎ শত্রুদের আশার বিপরীত কাপ্তান ডগলাস, যিনি পীলাতের স্থলে বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, আমাকে আসন দান করিলেন, এবং এই পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগের পিলাত অপেক্ষা অধিকতর সুনীতিপরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। কেননা বিচার কার্যে তিনি সাহস ও ধৈর্য সহকারে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, অধিকন্তু তিনি সুপারিশেরও কোন পরওয়া করিলেন না এবং স্বজাতি ও স্বধর্মের ভাবনাও তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাইল না। তিনি পূর্ণভাবে সুবিচার করিয়া এমন এক আদর্শ প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাঁহাকে জাতির গৌরব ও বিচারপতিগণের আদর্শ বলা হয়, তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে না। ন্যায়-বিচার এক সুকঠিন ব্যাপার। যাবতীয় সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিচার আসনে না বসা পর্যন্ত মানুষ কখনও এই কর্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, বর্তমান পীলাত এই কর্তব্যটি পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়াছেন যদিও প্রথম পীলাত যিনি রোমান ছিলেন, এই কর্তব্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই এবং যাহার ভীরুতার ফলে মসীহ্‌কে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই প্রভেদটি দুনিয়া কায়েম থাকা অবধি আমাদের জামাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং যতই এই জামাত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, ততই প্রশংসার সহিত এই ন্যায়-পরায়ণ বিচারকের আলোচনা হইতে থাকিবে এবং ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে, খোদাতা'লা তাঁহাকেই এই কার্যের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন। একজন বিচারকের জন্য ইহা কিরূপ এক পরীক্ষার স্থল যে, দুই পক্ষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তন্মধ্যে একপক্ষ তাঁহার স্বধর্মের মিশনারী এবং অপর পক্ষ তাঁহার ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারী। তাঁহার নিকট বর্ণনা করা হয় যে, প্রতিপক্ষ তাঁহার ধর্মের ঘোরবিরোধী, কিন্তু এই নির্ভিক পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) বড়ই ধৈর্য ও স্থিরতার সহিত এই পরীক্ষায় অবিচল ছিলেন। তাঁহাকে (প্রতিপক্ষের) ঐ সমস্ত পুস্তকের সেই অংশগুলিও দেখানো হইয়াছিল যাহা জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন খৃষ্ট ধর্মের প্রতি কটূক্তি মনে করা হইত এবং এইরূপে এক বিরুদ্ধ আন্দোলন তৈরী করা হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই, কারণ তিনি তাঁহার জ্যোতিষ্মান বিবেকের সাহায্যে প্রকৃত সত্যে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি সরল অন্তঃকরণে মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাই খোদাতা'লা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন ও তাঁহার হৃদয়ে সত্যিকার বিষয় ইলহাম করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সত্য তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তিনি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন যে, সুবিচারের পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ন্যায়ের খাতিরেই তিনি বাদীর মোকাবিলায় আমাকে চেয়ার দিলেন, এবং যখন মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন (বাটালবী) সরদার কাহেনের ন্যায় বিরোধীতামূলক সাক্ষ্য দিতে আসিয়া আমাকে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল এবং আমার যে অমর্যাদা দেখিবার জন্য তাহার চক্ষু লালায়িত ছিল, তাহা দেখিতে পাইল না, তখন সমমর্যাদা লাভকেই আশীবাদ মনে করিয়া বর্তমান পীলাতের (কাপ্তান ডগলাসের) নিকট সে আসন প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই পীলাত তিরষ্কারের সাথে তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমাকে ও তোমার বাপকে কখনও আসন দেওয়া হয় নাই এবং আমার অফিসে তোমাকে আসন দেওয়ার জন্য কোন নির্দেশ নাই।"

এরপর ২-এর পাতায় .....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১ম পাতার শেষাংশ.....

এখানে এই প্রভেদটিও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রথম পীলাত ইহুদীদিগকে ভয় করিয়া তাহাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীকে আসন দিয়াছেলেন এবং হযরত মসীহ্‌কে, যিনি অপরাধীরূপে আনীত হইয়াছিলেন, দন্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, অথচ তিনি মনে প্রাণে মসীহ্‌র হিতাকাঙ্খী ছিলেন বরং তাঁহার শিষ্যের ন্যায় ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী মসীহের এক বিশিষ্ট শিষ্যা ছিলেন যিনি ওলীউল্লাহ্‌ বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু ভয় ও ভীতি তাঁহাকে এরূপ কার্য করিতে বাধ্য করিল যে, তিনি নির্দোষ মসীহ্‌কে অন্যায়ভাবে ইহুদীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমার ন্যায় (তাঁহার বিরুদ্ধে) কোন খুনের অভিযোগ ছিল না, কেবল সাধারণ রকমের ধর্ম-বৈষম্য ছিল, কিন্তু সেই রোমান পীলাত মনের বলে বলীয়ান ছিলেন না। রোম সম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রথম পীলাত আর এই পীলাতের মধ্যে স্মরণযোগ্য আর একটি সাদৃশ্য এই যে, মসীহ ইব্‌নে মরিয়মকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে প্রথম পীলাত ইহুদীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন অপরাধ দেখিতে পাইতেছি না', তদ্রূপ শেষযুগের মসীহ্‌ যখন শেষ যুগের পীলাতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং এই মসীহ্‌ বলিলেন যে, 'আমাকে জবাব দেওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া আবশ্যক, কারণ আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হইয়াছে', তখন এই যুগের পীলাত বলিলেন, 'আমি আপনাকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করি নাই।'

উভয় পীলাতের এই দুইটি উক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ অনুরূপ। যদি প্রভেদ থাকে তবে শুধু এই যে, প্রথম পীলাত আপন কথার উপর কায়েম থাকিতে পারেন নাই, এবং যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, রোমান সম্রাটের সমীপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে, তখন তিনি ভীত হইয়া পড়েন এবং হযরত মসীহ্‌কে রক্ত পিপাসু ইহুদীদের হাতে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেন, যদিও তিনি ঐরূপ সমর্পণে মনক্ষুণ্ন ছিলেন, কারণ তাঁহারা উভয়েই মসীহের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ানক উত্তেজনা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য মসীহ্‌কে ক্রুশ হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি গোপনে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তিনি সফলকামও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সব কিছু তিনি করিয়াছিলেন মসীহ্‌কে ক্রুশে চড়াইবার পর, মসীহ্‌ কঠোর যন্ত্রণায় মুর্চ্ছিত হইয়া মৃত প্রায় হইলে পর।

যাহা হউক, রোমান পীলাতের চেষ্টায় মসীহ্‌ ইব্‌নে মরিয়মের জীবন রক্ষা হইয়াছিল এবং জীবন রক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই মসীহ্‌র প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল।*

(ইব্রীয়: পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম আয়াত দ্রষ্টব্য)

টিকা: মসীহ্‌ নিজেও ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, 'ইউনুসের নিদর্শন ছাড়া অন্য কোন নিদর্শন দেখানো হইবে না'। সুতরাং মসীহ্‌ ইহা দ্বারা এই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, 'ইউনুস নবী যেমন জীবিতাবস্থায়ই মাছের পেটে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জীবিতাবস্থায়ই সেখান হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও জীবিতাবস্থায় কবরে প্রবেশ করিব এবং জীবিতাবস্থায়ই বাহির হইব।' সুতরাং মসীহ্‌ জীবিতাবস্থায় ক্রুশ হইতে অবতরণ করিয়া জীবিতাবস্থায়ই কবরে প্রবেশ না করিলে এই নিদর্শন কেমন করিয়া পূর্ণ হইত? হযরত মসীহ্‌ বলিয়াছিলেন, 'অন্য কোন নিদর্শন দেখানো হইবে না'। এই উক্তি দ্বারা যেন তিনি ঐ সকল লোকের এই ধারণা রদ করিয়াছেন, যাহারা বলিয়া থাকে যে, মসীহ্‌ এই নিদর্শনও দেখাইয়াছেন যে, তিনি আকাশে আরোহণ করিয়াছেন।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৫২-৫৪)

أُوصِيكُمْ بِالْجَارِ

(আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি)

নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার এটিও একটি অব্যর্থ উপায়।

-হাদীস

ইমামের বাণী

"আল্লাহ্‌র প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানবকল্যাণে নিয়োজিত করিবে।" *-ইশতেহার তাকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯*

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানের অবদান

সরফরাজ এম.এর সাত্তার

সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল মশাল হস্তে নিয়ে মুসলমানগণ আবির্ভূত হয় ইউরোপীয় ভূখণ্ডে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা ইউরোপের বুকে সভ্যতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের আনুকুল্যে বহু বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ইউরোপের বুকে মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টি প্রসার লাভ করে। তাঁদের সংস্পর্শে এসেই ইউরোপীয়গণের জাতীয় জীবনে উৎকর্ষ সাধিত হয়। তৎকালে স্পেন ও বাগদাদ নগরী সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্ত্বার অনুকরণের লালসায় ইউরোপীয়গণ স্পেনের মুরী, কর্ডোভা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দলে দলে যোগদান করতে থাকে। তখন এক কর্ডোভা নগরীতেই বিভিন্ন মুসলমান শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ দ্বারা পঞ্চ লক্ষাধিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কায়রোর লাইব্রেরীতে কুড়ি লক্ষ গ্রন্থ ছিল, তন্মধ্যে জ্যোতিষ ও গণিত বিষয়েই ছয় হাজার। মুসলমানগণের কুষ্টি ও সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে ইউরোপীয়গণ অচিরেই ফ্রেডারিকের আনুকুল্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ মূল আরবী ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র সিসিলি থেকে মহান ফ্রেডারিকের বদন্যতায় মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান ইউরোপীয়গণের জাতীয় জীবনে নব প্রেরণা ও উদ্দীপনা আনয়ন করে, এবং সাহিত্য, গণিত, শিল্প বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতিতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানে ইউরোপীয়গণ যে এত উৎকর্ষ সাধন করেছে তা মুসলমানদেরই অবদান। মুসলমানগণের জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকেই তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি জন্মলাভ করেছে। এক কথায় মুসলমানগণ ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার জনক স্বরূপ। মুসলমানদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যের অপরিসীম অবদানের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রসার লাভ করেছে, তাদের জীবন ধারা জীবন দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববরেণ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাত্মা ক্যাসিরি বলেন, " ইউরোপীয় আধুনিকতম একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির অধিকাংশই মুরীর স্পেনের বিজ্ঞান ক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় আবিষ্কারের মূলেও মুসলমানগণের প্রভাব বিদ্যমান। তড়িৎ সহযোগে সংবাদ প্রেরিত হতে পারে ইহা মুসলমানদের অজানা ছিল না। ভারযুক্ত দোলকের সাহায্যে সময় নিরুপণ করা যায় তাও স্পেনীয় মুসলমানগণ প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির কথাও মুরীর বৈজ্ঞানিকদের অবিদিত নহে।" ফলতঃ মুসলিম বিজ্ঞানই বর্তমান এই যাবতীয় উন্নতির মূল। সমুন্নতির যুগে মুসলিম সমাজে কত পণ্ডিত আবির্ভূত হয়ে নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করেছেন, তা নির্দেশ করা সুকঠিন। মুসলমানগণই জগদ্বাসীকে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। উহাদের উন্নত মস্তিষ্ক প্রসুত এই জ্ঞান মানব জাতিকে কতখানি উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে তা বলা নিস্প্রয়োজন। একজন বণিক কর্তৃক উহা আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে যে, উক্ত আরবীয় বণিক একদা কতক আরবীয় অশ্ব বিক্রয়ার্থে অন্যত্র যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ লক্ষ্য করেন যে, অশ্ব পদক্ষুরে ব্যবহৃত লৌহ স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। পরীক্ষা করে উহা তাঁর প্রকৃতই স্বর্ণ বলে অনুর্মিতি হয়। অতঃপর তিনি চিন্তা করেন যে, পথে এমন কোন জিনিষের সহিত অশ্বপদলৌহের স্পর্শ লাভ ঘটেছে যাতে উহা সুবর্ণ হয়ে গিয়েছে। তৎপর তিনি ব্যবসা ত্যাগ করে উহার পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এইরূপে রসায়ন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। উহার আরবী নাম কিমিয়া এবং এই কিমিয়া থেকেই কেমিষ্ট্রি নামকরণ হয়েছে। সিরিয়া নগরের জামে মসজিদে আবুরিয়াস নামক মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট বায়ুর গতি নির্ণায়ক একটি যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। বায়ুর গতি যখন যে দিকে প্রবাহিত হত তখন মুনষ্যাকৃতি মুর্ত্তিটির হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ও ঠিক সেই দিকে ঝুকে পড়ত। ইহার আঙ্গুলি সংকেতে বায়ুর গতি কোন দিকে তা অনায়াসেই বোঝা যেত। মুসলমানগণই সর্ব-প্রথম ঘড়ির আবিষ্কার করেন। তাঁদের সমুন্নতির যুগে যে সকল ঘড়ি

শেষাংশ ১১ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

সম্প্রতি আল্লাহ্ তা'লা জার্মানি এবং বেলজিয়ামের জলসা সালানায় যোগদানের সুযোগ দিয়েছেন। উভয় জলসা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই বরকতময় ছিল।

জার্মানি জামা'তের জলসার ব্যবস্থাপনা অনেকটা সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত হয়েছে। বাইরে থেকে সেখানে অনেক মেহমান আসেন। আশপাশের পূর্ব ইউরোপীয় মানুষ ছাড়াও অন্য কয়েকটি দেশ থেকেও মানুষ জলসায় যোগদানের জন্য এসে থাকে। এ বছর তো আফ্রিকার কতক দেশ থেকেও মানুষ সেখানকার জলসায় অংশগ্রহণ করেছে আর চিরাচরিতভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জলসা হয়ে থাকে, তাতে বাইরে থেকে আসা অতিথিরাও আমাদের জলসায় এসে ভাল প্রভাব গ্রহণ করেন এবং তারা এটি প্রকাশও করে থাকেন। যেমন, জার্মানিতেও আর বেলজিয়ামেও যারাই জলসায় যোগদান করেছেন, জামা'ত সম্পর্কে তারা ভাল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

জার্মান ও বেলজিয়ামের জলসা সম্পর্কে অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়ার প্রাণবন্ত উল্লেখ এবং এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

আজ থেকে যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমাও আরম্ভ হচ্ছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী খোদ্দামদেরও স্মরণ করাতে চাই যে, আপনারা এমন আচার আচরণ প্রদর্শন করুন, যেন সেই অঞ্চলের লোকদের উপর তা ভাল প্রভাব ফেলে। আল্লাহ্ তাদের ইজতেমাকে আশিসময় করুন।

জার্মানি এবং বেলজিয়াম উভয় জলসায় যে সমস্ত কর্মীরা কাজ করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তারা নিজেদের সামর্থ এবং যোগ্যতা অনুসারে জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সেবা করেছেন । অনুরূপভাবে জলসায় সকল অংশগ্রহণকারী আহমদীরও উচিত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

একইভাবে, কর্মীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, খোদা তা'লা তাদের সেবার সুযোগ দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতের জন্যও নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন, যেসকল দুর্বলতা এবং ঘাটতি রয়েছে সে সম্পর্কে নিজেরাই ভাবুন এবং প্রণিধান করুন যে ভবিষ্যতে কীভাবে এ ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায়।

এখন আমি কতক অতিথির অভিব্যক্তি তুলে ধরব, যা থেকে বোঝা যায় যে, জলসার কল্যাণঘন পরিবেশের প্রভাব কেবল আহমদীদের ওপর নয় বরং অ-আহমদীদের ওপরও পড়ে থাকে।

কানাডা নিবাসী শ্রদ্ধেয় সৈয়্যদ হাসানাত আহমদ সাহেব, শ্রদ্ধেয় মরহুম হাফিয কুদরতুল্লাহ্ সাহেব (হল্যান্ড ও ইন্ডোনেশিয়ার সাবেক মুবাল্লিগ)-এর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মুবারাকা শওকত সাহেবা এবং অস্ট্রেলিয়ায় জামাতের নায়েব আমীর মাননীয় চৌধুরী খালিদ সাইফুল্লাহ্ সাহেবের মৃত্যু, মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ২১ সেপ্টেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২১ তাবুক , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূও (আই.) বলেন: সম্প্রতি আল্লাহ্ তা'লা জার্মানি এবং বেলজিয়ামের জলসা সালানায় যোগদানের সুযোগ দিয়েছেন। যেভাবে এম.টি.এ-এর দর্শকরা সারা পৃথিবীতে দেখেছেন, আপনারাও হয়তো দেখেছেন। উভয় জলসা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই বরকতময় ছিল। জার্মানিতে জামা'ত বড়, প্রথমে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বছরের পর বছর জার্মানির জলসায় যোগদান করতেন আর এখন আমি এ জলসায় যোগদান করছি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানি জামা'তের জলসার ব্যবস্থাপনা অনেকটা সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত হয়েছে। বাইরে থেকে সেখানে অনেক মেহমান আসেন। আশপাশের পূর্ব ইউরোপীয় মানুষ ছাড়াও অন্য কয়েকটি দেশ থেকেও মানুষ জলসায় যোগদানের জন্য এসে থাকে। এ বছর তো আফ্রিকার কতক দেশ থেকেও মানুষ সেখানকার জলসায় অংশগ্রহণ করেছে আর চিরাচরিতভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জলসা হয়ে থাকে, তাতে বাইরে থেকে আসা অতিথিরাও আমাদের জলসায় এসে ভাল প্রভাব গ্রহণ করেন এবং তারা এটি প্রকাশও করে থাকেন। যেমন, জার্মানিতেও আর বেলজিয়ামেও যারাই জলসায় যোগদান করেছেন, জামা'ত সম্পর্কে তারা ভাল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। জলসার ব্যবস্থাপনা এবং জলসার সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির ভূয়সী প্রশংসা করে তারা বলেছেন, এখানে এসে আমরা জানতে পেরেছি বা যারা পূর্বে এসেছেন তারা দ্বিতীয়বার এসে বলেন যে, আপনাদের জলসা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কী। আজকাল প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে পৃথিবীর সামনে যেভাবে ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরে, যে চিত্র খুবই ভয়াবহ, তার মোকাবেলায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং সত্যিকার মুসলমানের আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। জলসায় অংশ গ্রহণ করে এরা জামা'তের প্রত্যেক কর্মী এবং প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বরং প্রত্যেক আহমদীকে গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে আর বলে যে, এদের আমল বা কর্ম কেমন। শিক্ষা ভাল হলেও, সে শিক্ষা মান্যকারীদের কর্ম বা আমল যদি ভাল না হয়, তাহলে সেই শিক্ষার পুণ্য প্রভাব পড়ে না। যেভাবে পূর্বেও কয়েকবার আমি বলেছি এ দৃষ্টিকোণ থেকে জলসার সকল সেচ্ছাসেবী, কর্মী এবং অংশগ্রহণকারীরা একটা নীরব তবলিগে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তারা অমুসলিমদের মন থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও শঙ্কা দূর করে আর নামধারী আলেমরা অপপ্রচারের মাধ্যমে মুসলমানদের হৃদয় ও মনমস্তিষ্কে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছিল, তা দূরীভূত করে। লোকে তো আমাদেরকে একথাই বলে যে, আহমদীরা নাউযুবিল্লাহ মুসলমান নয়, কলেমা পড়ে না, রসূলে করীম (সা.) কে শেষনবী মানে না, তাঁর 'খাতামান্নাবেঈনে' বিশ্বাস স্থাপন করে না। বরং এই অপবাদও আরোপ করে যে, এদের কুরআনও ভিন্ন কিন্তু আহমদীদের সাথে সাক্ষাত করে এবং জলসার পরিবেশ দেখে তখন অনেক মুসলমানেরও এমন সব ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায় আর তারা এ কথার বহি:প্রকাশও করে থাকে। আরব দেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য স্থান থেকে আগত মুসলমানরা জার্মানিতে এমন কথার বহি:প্রকাশও ঘটিয়েছে। অনুরূপভাবে জলসায় অংশগ্রহণকারীরা সেচ্ছাসেবী কর্মীদের কাজেরও প্রশংসা করে, তাদের আচার আচরণেরও প্রশংসা করে। বেলজিয়ামের জলসায়ও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব বিষয় চোখে পড়েছে আর এ জলসাও ছিল বড়ই বরকতময় এবং সফল জলসা । ছোট জামা'ত হওয়া সত্ত্বেও আর বেলজিয়াম জামা'তের মূল সদস্য সংখ্যার চেয়ে বেশি অতিথি জলসায় যোগদান করা সত্ত্বেও যে কথা আমি আমার শেষ বক্তৃতায়ও বলে ছিলাম, তারা খুব সুন্দরভাবে সব কাজ সমাধা করেছেন। আমি ১৪ বছর পর তাদের জলসায় যোগদান করেছি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের দু:শ্চিন্তা ছিল এবং অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে কিছুটা ভয়ও ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা খুব ভাল ব্যবস্থা নিয়েছে। সেখানে যেসকল অমুসলিম এসেছে, তাদের সংখ্যা নি:সন্দেহে কম ছিল কিন্তু

জলসার ব্যবস্থাপনা এবং কাজের (জামা'ত সেখানে যে কাজ করছে) তারা ভূয়সী প্রশংসা করেছে। জামা'তের কার্যকলাপএবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে জামা'তের প্রচেষ্টার সার্বিক প্রশংসা করেছে তারা। অতএব, জামা'ত যেখানেই থাকুক আর যেখানকার জামা'তই হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অমুসলিমদের ওপর এর ভাল প্রভাব পড়ে এবং তা তবলীগের কারণ হয়। জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তির এই কথা সামনে রাখা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার পর তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিটি ইজতেমা এবং প্রতিটি জলসা, তা যে অঞ্চলেই হোক না কেন, স্থানীয় লোকদের উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। আজ থেকে যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমাও আরম্ভ হচ্ছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী খোদ্দামদেরও স্মরণ করাতে চাই যে, আপনারা এমন আচার আচরণ প্রদর্শন করুন, যেন সেই অঞ্চলের লোকদের উপর তা ভাল প্রভাব ফেলে। আল্লাহ্ তাদের ইজতেমাকে আশিসময় করুন আর আবহাওয়ার প্রতিকুলতার কারণে যে দুশ্চিন্তা ও ভয় তাদের রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করুন আর আবহাওয়াকে তাদের অনূকুলে পরিবর্তন করুন।

এখন জার্মানি এবং বেলজিয়াম উভয় জলসায় যে সমস্ত কর্মীরা কাজ করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তারা নিজেদের সামর্থ এবং যোগ্যতা অনুসারে জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সেবা করেছেন । অনুরূপভাবে জলসায় সকল অংশগ্রহণকারী আহমদীরও উচিত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির আর বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে, যারা হযরত মসীহ্ মওউদের অতিথিদের সেবার জন্য সেবার প্রেরণায় এগিয়ে আসেন। বেলজিয়ামে কর্মীর স্বল্পতাও ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যেভাবে বলেছি, তারা খুবই সুচারুরূপে কার্য সমাধা করেছে। একইভাবে, কর্মীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, খোদা তা'লা তাদের সেবার সুযোগ দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতের জন্যও নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন, যেসকল দুর্বলতা এবং ঘাটতি রয়েছে সে সম্পর্কে নিজেরাই ভাবুন এবং প্রণিধান করুন যে ভবিষ্যতে কীভাবে এ ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায়। বিশেষ করে ব্যবস্থাপনা ও কর্মর্কতার আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, নিজেদের পরিকল্পনার সকল দিক খতিয়ে দেখা উচিত আর সকল দুর্বলতা একটি 'রেড বুকে' লিপিবদ্ধ করুন যা প্রস্তুত রাখা আছে, যাতে ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়।

জার্মানির কর্মীবাহিনী সম্পর্কে অভিযোগ আসত যে, তাদের চেহারায় হাসি থাকে না আর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভাল ব্যবহার করে না, আচরণ কঠোর হয়ে থাকে। এবার সার্বিকভাবে তাদের রিপোর্টও ভাল। আগামী বছরগুলোতে এটিকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করুন। একটি ভুলের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাহল পুরুষের জলসা গাহের একটি অধিবেশনে 'ঘর' (বাসগৃহ) বিষয়ক একটি নযম পড়া হয়েছে, তা পড়ার ধরণ ভুল ছিল। আমাদের স্টেজ কোন নাটকের মঞ্চ নয় যে, যেখানে এভাবে নযম পরিবেশন করা হবে। আমাদের ঐতিহ্য সব সময় দৃষ্টিতে রাখতে হবে আর এমন রীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা আমাদের ঐতিহ্য পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত জলসার অনুষ্ঠানমালা প্রণয়নকারীদের সব সময় এটি দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, জলসার অধিবেশনে যে সমস্ত নযম পরিবেশিত হবে, সেগুলি শুধু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণ কর্তৃক লিখিত নযম হওয়া বাঞ্ছনীয় । অতএব এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অফিসার জলসা সালানারও আমি সেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

এখন আমি কতক অতিথির অভিব্যক্তি তুলে ধরব, যা থেকে বোঝা যায় যে, জলসার কল্যাণঘন পরিবেশের প্রভাব কেবল আহমদীদের ওপর নয় বরং অ-আহমদীদের ওপরও পড়ে থাকে। বসনিয়া থেকে অ-আহমদী মসজিদের এক ইমাম এসেছিলেন, যিনি জলসায় যোগদান করেন। জলসার পূর্বে একটি তবলীগি অধিবেশনে তিনি বলেন, জামা'ত সম্পর্কে আমি নিজে গবেষণা করতে চাই, যেন ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে জামা'ত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি। এই ইমাম অত্যন্ত উদারমনা আর এই কারণেই তাকে জলসায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। জলসায় কিছু সময় কাটানোর পর তিনি বলেন, আহমদীদের মাঝে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তোমরাই এমন মানুষ, যারা প্রকৃত অর্থে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার তবলীগ করছ। জলসার পুরো কার্যক্রম তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন । জলসার পর প্রতিনিধি দলের বাকী সদস্যদের সাথে তাকে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানিও দেখানো হয়। জামেয়া দেখার পর তিনি বলেন, হায় পরিতাপ! মুসলমানরা ধর্মীয় এবং জাগতিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে আছে কিন্তু একদিকে জলসা চলাকালে আমি দেখেছি যে, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম পার্থিব জ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদেরকে সনদ প্রদান করছেন আর জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জামা'তের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করছেন। অপর দিকে জামেয়া দেখার সময় একথাও বুঝতে পেরেছি যে, খেলাফতের নের্তৃত্বে জামা'তে আহমদীয়া কীভাবে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচারের জন্য সুসংগঠিতভাবে চেষ্টা করে চলেছে, কত অসাধারণ ভারসাম্য বজায় রেখে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে আর মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এরপর তিনি আমার সাথেও দেখা করেছেন, সাক্ষাতে তিনি বলেন, আমি বারাহীনে আহমদীয়া এবং তাজকেরা পড়তে চাই। এতে আমি বললাম, 'তাজকেরা' পড়ার পরিবর্তে আপনি ইসলামী নীতি দর্শন এবং 'দাওয়াতুল আমীর' (Invitation to Ahmadiyyat) পড়ুন। এরফলে জামা'ত সম্পর্কে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি ও অবস্থা সম্পর্কে এবং তাঁর (আ.) জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি আর তাঁর প্রতি খোদার যে ঐশী সমর্থন রয়েছে সে সম্পর্কেও আপনার আরো অধিক জ্ঞান অর্জন হবে।

এরপর বসনিয়ান প্রতিনিধি দলে মুয়ামরা সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলাও ছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম বার জলসায় যোগদান করছি এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাত করেছি। বুঝতেই পারি নি যে, জলসার দিনগুলো কত দ্রুত কেটে গেছে । এই দিনগুলো যদি আরো দীর্ঘ হলে কতই না ভাল হত! আমার বাসনা, যেন প্রত্যেক জলসায় অংশ গ্রহণ করি।

মন্টিনিগ্রোর দুর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এক ব্যক্তিও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল কিন্তু এ জলসায় যোগ দিয়ে সব কিছু অন্তরচক্ষে দেখেছি আর হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে জলসা থেকে ফিরে যাচ্ছি। যে দেশ বা যে অঞ্চলের সাথে আমি সম্পর্ক রাখি, সেখানে ধর্ম থেকে মানুষ যোজন যোজন দূরে। আর আধ্যাত্মিকতা কাকে বলে তা আমরা আদৌ জানি না। কিন্তু জলসার দিনগুলোতে আমি অনুভব করেছি যে, আল্লাহ্ আছেন আর শান্তি, নিরাপত্তা এবং হৃদয়ের প্রশান্তির আকারে এখানে তাঁর আশিস বর্ষিত হচ্ছে, যা থেকে আমি নিজেও অংশ পেয়েছি ।

এবছর জার্মানির জলসায় বুলগেরিয়ার ৫৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল যোগদান করে, যার মধ্যে ৩১জন ছিলেন অ-আহমদী মেহমান। আমার সাথে তাদের সাক্ষাতও হয়েছে। প্রতিনিধি দলের এক সদস্যা কিরিলকা সাহেবা নিজের আবেগ অনুভুতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন , আমি অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দান করেছি কিন্তু জামা'তে আহমদীয়ার জলসায় ছিল আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছিল। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিমণ্ডল ছিল যা এখন আমার জন্য আজীবন প্রশান্তির কারণ হবে। মানুষের হৃদয়ে আমাদের জন্য শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছিল। তাদের চোখ দেখে তাদের ঈমানের ধারণা পাওয়া যেত যে, তারা কত পুণ্যবান মানুষ। খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তৃতা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বক্তৃতা চলাকাল আমি কাঁদতে থাকি। আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, এখন আমার নতুন জীবনের সূচনা হচ্ছে। জীবনের বাকী অংশ এসব কথার আলোকে অতিবাহিত করার চেষ্টা করব। আমি আপনাদের প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, আপনারা আমাকে এ আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এই সমস্ত মানুষ যারা আহমদীয়াতকে জানে না তারাও এখানে এসে এই পরিবেশের ইতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করেন। এই জলসা তাদের জন্যও বরকতময় হয়ে যায়।

এক খ্রিষ্টান মহিলা কেরিসিমিরা সাহেবা বলছেন, আমি আমার স্বামী এবং সন্তানদের সাথে জলসায় যোগদান করেছি। এমন সুশৃঙ্খল আতিথেয়তা পূর্বে কখনও দেখিনি। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সন্তানদের সুশিক্ষা সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখেছি, এটিকে এখন জীবনের অংশ করে নিব। পুরুষরা যেভাবে মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিল তা দেখে আশ্চর্য হই। খ্রিষ্ট ধর্মে মহিলাদের জন্য এত শ্রদ্ধা এবং সম্মান আমি দেখিনি। কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি আপনাদের জন্য দোয়া করছি। অতএব এটি পুরুষদের জন্যও একটি শিক্ষনীয় বিষয় যে, শুধু জলসার সময় নয় বরং সব সময় নারী জাতির এই শ্রদ্ধা এবং সম্মান তাদের হৃদয়ে থাকা উচিত, সে শিক্ষানুসারে, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

এক মুসলিম ভদ্রলোক মোহাম্মদ ইউসুফ জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, প্রথমবার এ জলসায় যোগদান করেছি। জামা'তের বিরুদ্ধে যেসব কথা শুনেছিলাম, জলসার পরিবেশ দেখে আমার হৃদয় এখন (সেই সমস্ত বিষয় থেকে) সম্পূর্ণভাবে পরিস্কার হয়ে গেছে। সর্বত্র কল্যাণ এবং কুরআন হাদীসের শিক্ষাই বিরাজমান ছিল। 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এটি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সর্বত্র অপার শান্তি বিরাজমান ছিল। বিশেষ করে খলীফা ওয়াক্তের বক্তৃতাকালে অনেক প্রশান্তি লাভ করেছি। জলসা

চলাকালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমিও এখন আহমদীয়তভুক্ত হচ্ছি। আমার ব্যক্তিগত অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু জলসায় যোগদানের ফলে আমার সমস্যাবলী নিজ থেকে দূর হওয়া আরম্ভ হয়েছে। এখন আমি জামা'তের বাণী প্রচার করে যাব।

লেটভিয়া থেকে আগমণকারী প্রতিনিধিদলেরও অভিব্যক্তি রয়েছে। সেখান থেকে মেডিকেলের এক ছাত্রীও এসেছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় যোগদান করা আমার জন্য পরম সম্মানের বিষয়। আমি উপলব্ধি করেছি যে, এই জলসা এমন মানুষদের সমাবেশ যারা দৃঢ় ঈমান এবং পরিতৃপ্ত আত্মার অধিকারী, এবং তারা ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় সমৃদ্ধ শান্তিপ্রিয় মানুষ। সবাই কতটা নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃতা শুনছে আর নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে, এ সবই ছিল আমার জন্য আশ্চর্যের বিষয়। অনুরূপভাবে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথেও আমার সাক্ষাত হয়েছে, যা আমার জন্য বড় সম্মানের কারণ। জার্মানিতে শরণার্থী সম্পর্কে এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষের হৃদয়ে যে ভীতি রয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি বক্তৃতা করেন। আমি আনন্দিত যে, জামা'তে আহমদীয়া পৃথিবীতে শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রচার করছে এবং জার্মান সমাজে বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী হওয়া এবং সেবার ওপর জোর দিয়ে চলেছে।

লেটভিয়ার এক অ-আহমদী অতিথি পাকিস্তানে বসবাস করেন, তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করছেন। তিনিও জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, আমি গত মাসেই পাকিস্তান থেকে স্টাডি ভিসা নিয়ে লেটভিয়া এসেছি। আমাকেও জলসায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয় যা কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দের পর আমি গ্রহণ করি। জলসাগাহে পৌঁছে ব্যবস্থাপনা দেখে আমি আশ্চর্য হই। কেননা, সেখানে অনেক মানুষ ছিল, ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দরভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। জলসাগাহে অনেক মানুষ ছিল, যাদের অনেকেই ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অমুসলিম অতিথি। তাদের সবাইকে এজন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেন নিজেরা এসে তারা ইসলামকে দেখার সুযোগ পায়। এত প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং সুন্দর আতিথেয়তা জীবনে কখনও দেখিনি, যতটা সেখানে দেখেছি আর এটি দেখে আমার খুব ভাল লেগেছ যে, এর ফলে সকল অমুসলিমের ওপর খুব ভাল প্রভাব পড়বে আর ইসলাম ধর্মের দিকে আসার অবশ্যই চেষ্টা করবে। আমি যেহেতু আহমদী নই তাই আমার ভিতরও কিছু ভুল ধারণা ছিল, যা অন্য যে কোন ফির্কার অনুসারী মুসলমানের হৃদয়ে আছে। সেখানে আমি যখন বক্তৃতা শুনলাম আর সেখানে লেখা যে বাণী ও উদ্ধৃতিগুলি দেখলাম, নামাযও পড়লাম এতে কোন পার্থক্য আমার চোখে পড়েনি। এই সব কিছু আমরাও করি, যা আহমদীরাও করছে। তাদের কলেমাও একই, নামাযও একই, কুরআনও একই। সবচেয়ে বড় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, খতমে নবুওয়ত, এই সম্পর্কে আমি এখন চিন্তা করতে বাধ্য যে, আমি কি আমার ফের্কাকে সত্য বলব, নাকি আহমদী ফের্কাকে সত্য বলব? যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আমি লাভবান হয়েছি, তা হল জলসায় যোগদান করে এখানে আহমদীদের মাঝে বসে সব কিছু নিজ চোখে দেখেছি আর নিজের কানে শুনেছি আর এখন আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাল করে দেখব যে, সত্যিকার অর্থে ইসলাম কি আর খতমে নবুওয়ত কি। খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তৃতা আমার খুব ভাল লেগেছে, বিশেষ করে শেষ দিনের বক্তৃতা। তিনি আরো বলেন, এই চারটি দিন আমার জীবনের খুব ভাল দিন ছিল। অন্য মুসলমানরা শুধু বুলি আওড়ায় আর ঘৃণার প্রসার করে। কিন্তু এখানে আমি কেবল ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং সম্মানই দেখেছি। আমার সাথে কিছু অ-মুসলিম বন্ধুও ছিলেন যারা মুসলমানদের এই আচরণ, জামাত আহমদীয়াতের তাদেরকে দেওয়া এই সম্মান এবং শ্রদ্ধা গভীরভাবে প্রভাতি করেছে । যেই ব্যবস্থাপনা টিমই হোক না কেন সবাই গভীর প্রেম এবং শ্রদ্ধার সাথে কথা বলেছে, গাইড করেছে আর এত বড় জলসাকে এত সুন্দরভাবে তারা পরিচালনা করেছে। আমি অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এরপ লেটভিয়ার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রীলঙ্কান লেকচারার জলসায় যোগদান করেন। তিনি বলেন, সত্য কথা হল যখন আমি এতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিই কিছুটা আশংকা ছিল আমার যে কোথাও অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলা না হয়ে যা। কিন্তু আমি জলসার নিরাপত্তা দেখে অনুভব করলাম যে, কেউ এই অনুষ্ঠানের বা এতে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি করতে পারে না। যাই হোক, এটি তো খোদার কৃপা যে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই ব্যবস্থা করেন, আমাদের নিরাপত্তার গুরুত্বই বা কি?

যাহোক, তিনি বলেন, পুরো অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আমি সাধুবাদ জানাই। যদিও আমার অনেক শ্রীলঙ্কান মুসলমান বন্ধু রয়েছে কিন্তু এক বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণের কারণে আমি একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। জলসা আমাকে সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা দিয়েছে আর অন্যান্য ইসলামী দলগুলো সম্পর্কে অবহিত করেছে আর একইভাবে আহমদীয়া ফেরকা এবং অন্যান্য দলগুলোর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করেছে। এই অনুষ্ঠান থেকে সর্বোত্তম জিনিস যা আমি গ্রহণ করেছি তা হল, আহমদীয়া জামা'ত একটি স্নেহশীল জামা'ত। আমি এর অনেক বেশি প্রশংসা করতে চাই। আপনাদের জামা'তের পরিচালন দক্ষতা দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারি না। এটি স্পষ্টভাবে এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, আপনারা পৃথিবীকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করতে পারেন।

লেটভিয়ার এক ছাত্রীর নাম হল গ্লোরিয়া, তিনি প্রথমবার জলসায় এসেছেন। কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে এটি তার প্রথম অংশগ্রহণ। তিনি বলেন, খাদ্য, পানীয় সব কিছু আমার খুব ভাল লেগেছে। মানুষ অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করছিল। ডিউটিতে নিযুক্ত মহিলারা সব সময় হাসিমুখে সাক্ষাত করত। মহিলাদের বিরুদ্ধেই অনেকের অভিযোগ ছিল কিন্তু ইনি বলছেন যে, মহিলারা সব সময় হাসিমুখেই সাক্ষাত করতেন আর এটি দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। ছোট বড় সকলেই পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট ছিল। আমার এ বিষয়টিও খুব ভাল লেগেছে। আমি নিজেকে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় পেয়েছি। সেই দৃশ্য খুব ভালভাবে আমার মনে আছে যখন আমার চোখ পর্দায় পড়ে, আর আমি দেখলাম যে, পুরুষদের তাঁবুতে সবাই পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে বসে ছিল (তিনি আন্তর্জাতিক বয়আতের কথা বলছেন)। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। আমি এটি জেনে আনন্দিত যে এখনও পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা পৃথিবীর কল্যাণ চায়।

লেটভিয়ার প্রতিনিধি দলের আরেক মহিলা সদস্যা হলেন আনেস্তিসিয়া। অ-মুসলিমদের উদ্দেশ্যে সেখানে আমি যে পৃথক একটি বক্তৃতা করি সেই সম্পর্কে তিনি বলছেন যে, এটি আমার খুব ভাল লেগেছে। খলীফা যে কথাগুলো বলেছেন সঠিক বলেছেন। এই বক্তৃতার জন্য পুরুষ মহিলা যেহেতু এক জায়গায় সমবেত থাকে; বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির এক হাজারের কাছাকাছি অতিথি এসেছিল , জার্মান ছিল ৪/৫শ এর মত। তিনি বলেন, এই অধিবেশনের জন্য পুরুষদের জলসাগাহে আসি আর বাকী সময় মহিলাদের মাঝে কাটিয়েছি। পুরুষদের মাঝে বসে আমার লজ্জা হচ্ছিল আর আমার মাথায় ওড়না না থাকার কারণে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম । অতএব, আমাদের মেয়েদের মাঝে এই কথা আত্মবিশ্বাস জন্ম দেওয়ার কারণ হওয়া উচিত। যারা বলে এখানে এসে আমাদের লজ্জা লাগে, তাই স্কার্ফ বা ওড়না খুলে ফেলা উচিত, (তাদের জন্য এটি শিক্ষা যে) এই খ্রিষ্টান মহিলা আমাদের এখানে এসে অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে, পুরুষদের মাঝে কেন তিনি ওড়না ছাড়া বসে আছেন।

কোসোভোর একজন উকিল সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে এমন মনে হয়, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি খিলাফতের আনুগত্যে নিবেদিত প্রাণ হয়ে নিজের কাজ করছে। এই আনুগত্যে সেই সত্তার প্রতি ভালবাসা ছিল যা যুগ খলীফা রূপে জামা'তে আহমদীয়া লাভ করেছে। তিনি বলেন, যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি একই সূত্রে গ্রোথিত। কসোভোতেও এ ধরণের সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদি হয় কিন্তু জলসায় যোগদান করে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ হয়, যেখানে সকল জাতি ও বর্ণের মানুষ জলসায় অংশগ্রহণ করছে আর প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে যত্ন নেওয়া হচ্ছে। এই উকিল আহমদী নন।

কসোভোর প্রতিনিধি দলে একজন পদার্থবিদ প্রফেসরও ছিলেন, যার নাম হল মি.আরবার। তিনি বলেন, এমন বিশাল সংখ্যক মানুষ এক জায়গায় একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও যে তাদের চাহিদা পুরণ করা যেতে পারে, তা আমার জন্য অবিশ্বাস্য ছিল। জলসায় অংশ গ্রহণ করে পুরো ব্যবস্থাপনা মনোযোগ সহকারে দেখেছি। একটা বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে, সবার চাহিদা পূরণ হচ্ছে আর সকল কাজের জন্যেই সেবক নিযুক্ত ছিল। লঙ্গরখানা যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়, যিনি গত ২২ বছর থেকে পেঁয়াজ ছেলার কাজ করছেন আর গত ২২ বছর থেকে তার কাছে এই একটি ছুরিই রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি আমাকে বলেন, ২২ বছর থেকে এই ছুরি রেখেছি এ জন্য যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এই ছুরি ব্যবহার করেছিলেন এবং এটির ওপর তাঁর পবিত্র হাত স্পর্শ করেছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার ওপর এর বড় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

জার্জিয়া থেকে ৩৮ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল জলসায় যোগদান করে। তাদের মাঝে দু'জন পাদ্রি , দু'জন মুফতি ছিলেন এবং শিয়া ও সুন্নি

নেতাও ছিলেন । অন্য ৩০জন গয়ের আহমদী ছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে এক গয়ের আহমদী মসজিদের ইমাম জম্বুল সাহেব বর্ণনা করেন, 'আমি জার্জিয়ার এক মসজিদের ইমাম আর জামা'তে আহমদীয়ার আমন্ত্রণে জার্মানি এসেছি। ইসলাম সম্পর্কে আমি অনেক নতুন জিনিস শিখেছি, যা পূর্বে জানতাম না।' তিনি আমার সম্পর্কে (হুযূর আই. সম্পর্কে) বলেন যে, তাঁর একটি বাক্য আমার সব সময় মনে থাকবে, তাহল মানবতার সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। ইসলাম ধর্ম একমাত্র শান্তির ধর্ম। এখানে এসে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি।

আরেক ভদ্রমহিলা লেকু সাহেবা বলেন , জলসার ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত প্রত্যেক কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আরেক ভদ্রমহিলার নাম হল এরমা সাহেবা। তিনি বলেন, আজকে মহিলাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। আমি আশ্চর্য হলাম যে, মহিলারা সব অনুষ্ঠান কীভাবে পরিচালনা করছেন। এটি আশ্চর্যজনক ছিল যে, নিরাপত্তা আর চেকিংও মহিলারাই করছিলেন। সবকিছু আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আরো বলেন, মহিলাদের অনুষ্ঠানও দেখেছি, আশ্চর্যের বিষয় হল মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি কত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, যুগ খলীফা নিজের হাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে (কৃতি ছাত্রদের মাঝে) শিক্ষা পদক সনদ বিতরণ করছিলেন।

আরেক ব্যক্তি বলেন, তিনিও মুসলমান এবং একটি মুসলমান সংগঠনের চেয়ারম্যান। এই জলসায় যোগদান আমাদের জন্য অনেক বড় সম্মানের কারণ ছিল। এখানে আধ্যাত্মিকতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রত্যক্ষ করেছি। আমি মনে করি, এখানে এসে লাভ হওয়া একটা বিরাট সুযোগ ছিল।

আরেক ব্যক্তি ছিলেন মোহাম্মদ আকবর সাহেব। তিনি বলছেন, আশৈশব শুনে আসছি যে, কোন মাহদী আসবেন, যিনি পৃথিবীকে পরিবর্তন করবেন, আমরা তাঁরই অপেক্ষায় ছিলাম। এই প্রথমবার শুনলাম যে, সেই মাহদী যার প্রতীক্ষায় ছিলাম, তিনি অতীত হয়ে গেছেন আর এখন তাঁর খলীফাদের ধারা অব্যাহত আছে। আমি এখন জামা'তের বই পুস্তক পড়ব আর আমি আশা করি আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করব।

অতঃপর বিশপ সাহেব, যিনি এখানেও অর্থাৎ যুক্তরাজ্যেও এসেছিলেন। তিনি তার নিজের ভাবাবেগ ব্যক্ত করেছেন। তিনি এই জলসা প্রত্যক্ষ করে গভীর প্রভাব গ্রহণ করেছেন। (নীল পোশাক পরিহিত বিষপ সাহেবের কথা বলা হচ্ছে ।)

হাঙ্গেরী থেকে প্রটেষ্ট্যান্ট গীর্জার এক পাদ্রী জলসায় এসেছিলেন। ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি মানব কল্যাণমূলক কাজেও তিনি খুবই সক্রিয়। তিনি বলেন, আমি খ্রিষ্টান কিন্তু আপনাদের জলসায় এসে আমি ঈমানী সতেজতা লাভ করি আর আমি নব উদ্যাম নিয়ে ফিরে যাই। এই চার্জিং সারা বছরের কাজে আমার জন্য সহায়ক হয়। তিনি পূর্বেও এসেছিলেন। তিনি বলেন, এখানে আমি চার্জ হয়ে যাই আর সারা বছর তা আমার কাজে সহায়ক হয়। মুরব্বী সাহেব বলছেন যে, তাঁর কারণে শুধু তার গ্রামেই নয় বরং তার বন্ধু মহলে পরিচিতি লাভ হয়েছে এবং জামা'তের বাণী পৌঁছানোর কাজে তাঁর মাধ্যমে নতুন পথ উন্মোচিত হচ্ছে।

হাঙ্গেরীর এক ব্যক্তির নাম হল ওয়ারগা সাহেব, রিফিউজি ক্যাম্পের অফিসে কাজ করেন। তিনি বলেন, জলসা এমন একটি অনুষ্ঠান, মানুষ যখন কোন অসাধারণ জিনিস দেখে তখন হতভম্ব হওয়ার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবে মানুষ প্রকম্পিতও হয়ে উঠে, ঠিক এভাবেই আপনারা যখন নারাধ্বনি দিতেন তখন আমার মনে হত যে, এখনই ইমাম কোন নির্দেশ দিবেন আর আপনারা লাব্বায়েক বলে কিছু করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন, যেন কোন নির্দেশ শোনার জন্য প্রস্তুত বসে আছেন। প্রথম দিকে আমি বেশ শঙ্কিত ছিলাম। কেননা, হাঙ্গেরীতে এত বড় কোন জমায়েত তো দূরের কথা, একশত ব্যক্তিও যদি কোন জায়গায় সমবেত হয়, তবে এক ঘন্টার মধ্যেই ঝগড়া আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু সহস্র সহস্র ব্যক্তির এমন শান্তিপূর্ণ সমাবেশ পূর্বে আমি কখনও দেখি নি।

হাঙ্গেরী থেকে শরণার্থী ক্যাম্পের অর্থ সংক্রান্ত এক কর্মকর্তা এলোনা সাহেবা জলসার ব্যবস্থাপনা দেখার পর তিনি প্রশ্ন করেন যে, জলসার এত বিশাল ব্যয়ভার কীভাবে নির্বাহ হয়? তখন তাকে জামা'তের সেবা এবং অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি বলেন, জলসা এমন একটি অনুষ্ঠান মানুষকে তা অভ্যন্তরীণভাবে বিধৌত করে, চপলতা এনে দেয়। ইনি আহমদী নন, এমনকি মুসলমানও নন, আর তিনি বলছেন যে, এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে মনে মানুষ যেন অভ্যন্তরীণভাবে বিধৌত হয়েছে এবং প্রাণবন্ত হয়েছে। শিশুরা প্রথম দিকে যেভাবে স্নান করতে ভয় পায় কিন্তু তা তাদের জন্য একান্ত আবশ্যক হয়ে থাকে, তদ্রূপ মানুষেরও জলসা দেখে একই অবস্থা হয়ে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি, অমুসলিমদের ওপরও জলসা গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

হাঙ্গেরী প্রতিনিধি দলে ইয়েমেন বংশোদ্ভুত একজন ডাক্তার ওয়াফা সাহেবা জলসায় যোগদান করে তিনি খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় দিন মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমার যে বক্তৃতা ছিল, তা তিনি মহিলাদের তাবুতে বসেই শুনেছেন। এরপর অতিথিদের সাথে পুরুষদের হলে আমার যে বক্তৃতা ছিল, তা তিনি পুরুষদের তাবুতে এসে শুনেন, এতে তিনি বলেন, আমি মহিলাদের তাবুতেই আনন্দিত ছিলাম। আমাকে পুনরায় মহিলাদের তাবুতে রেখে আসার ব্যবস্থা করুন। জামেয়া পরিদর্শনের সময় তিনি লাইব্রেরী দেখেছেন, মৌলিক ইসলামী বই পুস্তক দেখেছেন। বাইরে এসে বলেন, প্রতিটি আয়াত যথাস্থানে লেখা হয়েছে, একই সাথে জামেয়ার বিল্ডিংয়ে লেখা আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, কত সুন্দর এবং সঠিক জায়গায় লেখা হয়েছে। সেই আয়াতটি হল "ওয়া আশরাকাতিল আরযু বি নূরে রাব্বিহা"।

এরপর রয়েছে মেকডোনিয়ার প্রতিনিধি দল। জার্মানির জলসায় মেকডোনিয়া থেকে ৮৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। ৫০জন ব্যক্তি একটি বাসে করে ৩৪ ঘন্টায় দুই হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসেছেন। অন্যরা অন্য মাধ্যম ব্যবহার করে জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মাঝে ২১ জন আহমদী, ২৯ জন গয়ের আহমদী মুসলমান, ১৪জন ছিলেন খ্রিষ্টান। এদের মাঝে এক বড় শহরের মেয়রও ছিলেন। ৪টি টেলিভিশনের ৬জন সাংবাদিকও যোগদান করেন। জলসার তিন দিনের বিভিন্ন দৃশ্য তারা রেকর্ড করেন, বিভিন্ন অতিথির ইন্টারভিউ নেন। নিজ নিজ টেলিভিশনের জন্য তারা তথ্য চিত্র প্রস্তুত করবেন বলে জানিয়েছেন। জলসায় তিন মুসলমান প্রফেসারও যোগদান করেছেন, যারা পরস্পর বন্ধু। একজন প্রফেসর হলেন আইটির প্রফেসর, তার নাম হল জেলাদিনী সাহেব। তিনি বলেন, 'জলসা সালানার ব্যবস্থাপক আর মাকডোনিয়ার আহমদীদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যাদের আমন্ত্রণে আমি জলসায় যোগদান করেছি। এখানে সঠিক ইসলামী শিক্ষা প্রকাশ পাচ্ছিল, যদিও ইতি পূর্বে জামা'তে আহমদীয়া এবং তাদের খলীফাদের সম্পর্কে পড়েছি আর শুনেছিও এবং জামা'তের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনেছি কিন্তু এখানে এসে সব কথার উত্তর পেয়ে গেছি। আমি জামা'তের খলীফাকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি, তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। জামা'তের খলীফা যে কথাগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলোর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। ' তিনি আরো বলেন, 'খলীফার কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সারা পৃথিবীর মানুষ এই বার্তা এবং এই পথ অবলম্বন করবে যা মহ সম্মানিত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সূচিত হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য সালাম এবং শান্তি রইল।

লিথুয়ানীয়া থেকে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল যোগদান করে। তাদের মাঝে চল্লিশজন অ-আহমদী বন্ধু ছিলেন আর দশ জন ছিলেন আহমদী। এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'জলসা চলাকালে আমার এমন মনে হল, যেন আমি জামা'তেরই অংশ। জলসা আমাদেরকে সাম্য, ভালবাসা এবং অন্যের সেবার শিক্ষা দিয়ে থাকে আর এর ব্যবহারিক বহি:প্রকাশ জলসায় দেখা সম্ভব।

লিথুয়িনার এক ব্যক্তি বলেন, 'আমি একজন লেখক, জিরোনীমাস আমার নাম। এখানে ইসলাম সম্পর্কে শিখতে এসেছি। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের শিক্ষা যেভাবে খলীফা দিয়েছেন, তা আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।' তিনি আরো বলেন , 'কেবল ইবাদত করাই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই কথা আমার মন জয় করেছে। আমি ফিরে গিয়ে জামা'ত সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় কলামও লিখব আর আমার ম্যাগাজিনের পুরো এক সংখ্যা কেবল এই জামা'ত সম্পর্কে প্রকাশ করব। এমনটি করলে আমাকে যে বিরোধীতার সম্মুখিন হতে হবে তা আমি অনুমান করতে পারি, কিন্তু আমি সত্যের সঙ্গ দিতে চাই। আমার হৃদয় এখানে এসে খুবই প্রীত এবং পরিতৃপ্ত হয়েছে আর আমি আপনাদের সবার জন্য এবং জামা'তের মঙ্গল কামনা করি।

এক আহমদী রহিম সাহেব তাজাকিস্তান থেকেএসেছিলেন। তিনি একজন রাজনীতিবিদও বটে। তিনি বলেন, 'প্রথমবার জলসায় যোগদানের সুযোগ হয়েছে। জামা'তে আহমদীয়াকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সবকর্মীর আবেগ উচ্ছ্বাস আমার দৃষ্টিতে অনুকরণীয়, কীভাবে দিনরাত কাজ হচ্ছে। জামা'তে আহমদীয়ার খলীফার সাথে সাক্ষাতে আমার মনে উঠতে থাকা অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। তার কাছে বসে মনে হয় যে, আজ ঐক্য কেবল এই জামা'তের মধ্যেই রয়েছে। আজকের যুগের মুসলমানদের মাঝে

অবস্থা সংক্রান্ত আমার প্রশ্নের এক সম্পূর্ণ উত্তর তিনি প্রদান করেন যা আমি বুঝতে পেরেছি যার আমি অনুরাগী হয়ে পড়েছি। আমি মনে করি জামা'তে আহমদীয়া ভবিষ্যতে উম্মতে মুসলেমাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। আমার কাছে আমার কাছে এই জামা'ত খুবই আন্তরিক মনে হয়। আমি এই জলসা এবং খলীফার সাথে মনোমুগ্ধকর সাক্ষাতকে চিরদিন মনে রাখব।'

তাজাকিস্তানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার বলেন, 'জামা'তে আহমদীয়ার জলসা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আতিথেয়তা এবং সহযোগিতার এই দৃষ্টান্ত জীবনের প্রথমবার দেখেছি। জামা'তে আহমদীয়া এখানে স্বাধীন পরিবেশ উপভোগ করছে আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তব্য আজকের সকল সমস্যার প্রকৃত সমাধান। সবাই যদি এই শিক্ষা অনুসরণ করতে পারত! জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সাথে আমার সাক্ষাতেরও সুযোগ হয়েছে। সাংবাদিকতা এবং বর্তমান যুগের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অনেক জ্ঞান রাখেন। সাক্ষাতের পূর্বে আমি এটিই মনে করতাম যে, তিনি কেবল একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কিন্তু তাঁর সাথে আমি কথা বলে অনেক কিছু শিখেছি আর তিনি একান্তই সত্য বলেছেন যে, পৃথিবীতে নৈরাজ্য বিস্তারে প্রচার মাধ্যমও ভূমিকা রাখছে । প্রচার মাধ্যম চাইলে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি জামা'তে আহমদীয়া এবং জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের মঙ্গল কামনা করি।

সেনেগালের এক বড় শহর উনবুরের মেয়র সাহেবও এসেছিলেন , যিনি সেনেগালের বড় ফেরকার 'মুরিদ'-এর খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় যোগদান করেছেন। স্টেজে তিনি আমাকে একটা উপহারও দিয়েছেন। তিনি বলেন , 'আমি আমার খলীফার হাতেও বয়আত করেছি কিন্তু এখানে বয়আতের যে দৃশ্য দেখেছি, তা আমি আমার জীবনে কখনও দেখি নি।' এই কথা বলার সময় তিনি খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আমাদেরও এক খলীফা রয়েছে কিন্তু খিলাফতের প্রতি এত ভালোবাসা আমি কখনও দেখি নি। এমন দৃশ্য পূর্বে কখনও দেখি নি আর না পূর্বে খিলাফতের প্রতি এমন ভালবাসাও দৃষ্টিতে পড়েছে । আজ আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, কীভাবে সাহাবীরা প্রাণ উৎসর্গ করতেন। আমি মানুষের হৃদয়ে যে আবেগ দেখেছি, যে ভালোবাসা দেখেছি, এমন মনে হয়েছে যে, খলীফা একবার ইঙ্গিত করলেই এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যে কাজ থেকে পিছিয়ে থাকবে। এত ভালবাসা এবং আনুগত্য আমি দেখেছি।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদেরও তিন দিনের জলসা হয়, আমাদের খলীফা যখন আসেন তখন কেউ নীরবে বসে না, কিন্তু এখানে খলীফা যখন আসেন সবাই নীরবে খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। জাগতিক কিম্বা ধর্মীয় কোন নেতার মান্যকারীদের মাঝে এটি আমি দেখি নি।'

জলসার তৃতীয় দিনে যে বয়আত অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে নতুন বয়আতকারী ছিলেন ৪২জন, ১৭টি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল।

আলবেনিয়া থেকে আগত এক বন্ধু বারক সাহেব বলেন, 'আহমদীয়াতের চরম বিরোধী ছিলাম। আমার ভাই এবং বন্ধু আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন । আমি যথাসম্ভব সকল চেষ্টা করতাম যে, আহমদীয়াতের প্রতি আমার ভাইয়ের হৃদয় যেন ঘৃণা জন্মে। অবশেষে আমাদের মাঝে এটি সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয়ে দোয়া করব, যে সত্যবাদী সে জয়যুক্ত হবে। ক্রমাগত দোয়ার পর আমার মন চাইল যে, প্রথমে স্বচক্ষে গিয়ে জলসা সালানা এবং খলীফায়ে ওয়াক্তকে দেখি, যেন যে সিদ্ধান্তই করি তা যেন অসম্পূর্ণ জ্ঞান ভিত্তিক না হয়। গত বছর জলসায় যোগদান করে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হই কিন্তু কিছুটা উৎকণ্ঠা তখনও ছিল। এরপর সেই চূড়ান্ত মূহুর্ত এসে যায় আর আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের চেহারা দেখতে পাই আর আমার চোখ যখন তাঁর চেহারার ওপর পড়ে তখন আমার সকল শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর সন্দেহ মন থেকে বেরিয়ে যায়। আমার কাছে এখন অস্বীকারের আর কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং জলসা থেকে ফিরে গিয়ে আমি বয়আত ফরম পুরণ করি। এবার আমি এসেছি আর বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।' ইনি আরো বলেন , 'আরেকটি সমস্যা যার সম্মুখীন হই তা হল আমার বাগদত্তা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আহমদী হতে চাইত না, তাকেও এখানে নিয়ে এসেছি। মহিলাদের অধিবেশনে খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তৃতা শোনার সময়ই আমার স্ত্রী আহমদী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। আমার স্ত্রী বলে, ' যে জামা'তের কাছে এত স্নেহশীল ও ভালোবাসা প্রদানকারী খলীফা আছেন তা সকল বরকত সেই সত্তা থেকেই লাভ করেছে, যা অন্য সব মুসলমানদের মাঝে নেই । আমরা এখন আহমদী হিসেবে সত্বর বিয়ে করব।'

জলসা সালানা জার্মানির প্রচার মাধ্যমে কভারেজের রিপোর্ট হল ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া (ইন্টারন্যাশনাল প্রচার মাধ্যমে) রয়টার্স ওয়ার্ল্ড, ইউরোপিয়ান নিউজ এজেন্সি, মেসোডোনিয়ান টেলিভিশনের তিন জন সাংবাদিক, লিথুনিয়া, ইসরাইল এবং আরো কিছু অনলাইন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিরাও অংশ গ্রহণ করেছেন। জার্মানির চারটি টেলিভিশন স্টেশন, দু'টি প্রিন্ট মিডিয়া এবং একজন রেডিও এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, এছাড়া ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধিরাও যোগদান করেছেন। স্থানী পর্যায়ে দু'টি টেলিভিশন চ্যানেল, দু'টো রেডিও স্টেশন, দু'টো প্রিন্ট মিডিয়া এবং অনলাইন পত্রিকার প্রতিনিধি যোগদান করেন। মোটের ওপর জার্মানিতে তিন দিনের কভারেজ রিপোর্ট অনুসারে চারটি টেলিভিশন চ্যানেল, দু'টো রেডিও চ্যানেল এবং ৪৬টি পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সুবাদে ৬ কোটি ২৮ লাখ ৫৭ হাজার মানুষের কাছে জামা'তের তবলীগ পৌঁছেছে। এছাড়া আরো অনেক প্রবন্ধ ছাপছে।

জলসা সালানা বেলজিয়ামে অংশগ্রহণকারী মানুষেরও কিছু অভিব্যক্তি রয়েছে যা এখনও পুরোপুরি একত্রিত করা সম্ভব হয় নি কিন্তু পরে মাজেদ সাহেবের রিপোর্টে সেগুলি এসে যাবে, ইনশাআল্লাহ। যাহোক, প্রচার মাধ্যমের কভারেজ হল, বেলজিয়াম টেলিভিশন চ্যানেল এবং তিনটি পত্রিকায় সংবাদ ছেপেছে, যেগুলির মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌঁছেছে। বেলজিয়াম টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা জলসার বরাতে সংবাদ ছাপে। দিলবিক- যেখানে জলসা হচ্ছিল, সেটি ছোট একটি গ্রাম আসলে ছোট তো নয় বরং এটিকে একটি শহর বলতে হবে, এর জনসংখ্যা হল ৪৬ হাজার । গত দশ বার বছরে জন বসতি অনেক বেড়েছে । তাই সংবাদ ছাপার পর অনেকে ফোন করে বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, দিলবিকে চার হাজার মুসলমান সমবেত হয়েছে আর আমরা জানতেও পারি নি। চারহাজার মুসলমান যেখানে সমবেত হয়, তাদের মতে, সেখানে অবশ্যই কলহ এবং নৈরাজ্য দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তারা বলে, কিন্তু চার হাজার মুসলমান সমবেত হয়েছে আর আমরা জানতেই পারি নি। এই জমায়েতের ফলে আমাদের কোন প্রকার কষ্ট হয় নি আর কোন প্রকার হৈচৈও আমাদের কানে আসে নি।

এরপর এম.টি.এ আফ্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে তাদের টিভি চ্যানেল অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স একটা নতুন অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছে। অনলাইনের মাধ্যমে প্রায় দুই মিলিয়ন (১.৯৮ মিলিয়ন) পর্যন্ত মানুষের কাছে জলসার কার্যক্রম পৌঁছেছে। অনেক মানুষ নিজেদের ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন, পত্র-পত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমের বিস্তারিত সংবাদ এমন যার ফলে ইসলামের সত্যিকার চিত্র পৃথিবীর সামনে ফুটে উঠে আর পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব জলসার দীর্ঘস্থায়ী এবং পুণ্যময় ফলাফল প্রকাশের ধারা অব্যাহত রাখুন।

নামাযের পর কয়েক জনের গায়েবে জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হল সৈয়দ হাসনাদ আহমদ সাহেবের। তিনি কানাডা নিবাসী। ২৭ আগস্ট ৯২ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি দিল্লী নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত ড. সৈয়দ শফি আহমদ সাহেব এবং সৈয়দা কুরাইশা তাহের বেগম সাহেবার (যিনি বেগম শফি সাহেবার পুত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন) পুত্র ছিলেন। জামা'তের জন্য গভীর বেদনা রাখতেন, নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত ছিলেন, ওসীয়তও করেছিলেন। তিনি সেই প্রাথমিক লোকদের একজন যারা সত্তরের দশকে

শেষাংশ ৭-এর পাতায়....

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

অতিথিদের পক্ষ থেকে কতিপয় প্রশ্ন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.) দ্বারা সেগুলির উত্তর।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, আমরা যে হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে সেবাদান করছি তা কি কোন বিশেষ কারণে নাকি ইসলামের শিক্ষার কারণে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সমস্ত সেবামূলক কাজ ইসলামের শিক্ষার কারণে। ইসলামের শিক্ষা হল মানবতার সেবা কর, অভাবপীড়িতদের সাহায্য কর আর যারা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত তাদের উপকার কর। আমরা সারা পৃথিবীতেই মানবতার সেবার কাজ করছি আর ততদিন পর্যন্ত এই সেবামূলক কাজ করে যাব যতদিন এর প্রয়োজন থাকবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পৌত্তলিকতা নিষিদ্ধ, কিন্তু ধর্মীয় স্থাপত্য এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহকে ধ্বংস করে ফেলা অনুচিত কাজ। কেউ যদি নিজের ধর্মের রীতি ও প্রথা অনুসারে উপাসনা করে তবে সেই স্থানকে ধ্বংস করা কখনোই বৈধ নয়। এটি অন্যায়। যদি তা বৈধ হত, তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেগুলি ধ্বংস করে ফেলা হত, কিন্তু ইসলামে কখনো এমনটি হয় নিন, বরং সেই স্থানগুলিকে রক্ষা করা হয়েছে।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করে যে, আমাদেরকে স্কুলে শেখানো হয় যে, বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা শান্তির শিক্ষা। এখন হুযুরের ভাষণ শুনে আমি জানতে পারলাম যে, ইসলামের শিক্ষাও শান্তির শিক্ষা। বৌদ্ধধর্ম কোন ধর্মকে মন্দ বলে না, ইসলামও কি কোন ধর্মকে মন্দ বলে না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক জাতি ও দেশে খোদা তা'লার নবীগণ আবির্ভূত হয়েছেন। প্রত্যেক নবী খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে, তাঁকে চেনাতে এবং শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে। কুরআন করীম ঘোষণা দেয় যে, কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে ন্যায়-বিচার করা থেকে যেন বাধা না দেয়। ন্যায় বিচার কর, কেননা, এটি তাকওয়ার সবথেকে নিকটতম। কুরআন করীম এও ঘোষণা দেয় যে, তোমরা অপরের মূর্তিকে মন্দ বলো না, অন্যথায় তারাও তোমাদের খোদাকে মন্দ নামে সম্বোধন করবে যার ফলে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হবে।

কুরআন করীমে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হযরত বুদ্ধ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষা অনুসারে তিনি খোদার পক্ষ থেকে একজন নবী ছিলেন।

জাপানের জাতীয় পত্রিকা ASAHIএর সাংবাদিকের হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার।

এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ৮০ লক্ষ।

সাংবাদিক বলেন, হুযুরের ভাষণের জন্য ধন্যবাদ। হুযুরের ভাষণ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পেয়েছি।

এরপর তিনি প্রশ্ন করেন যে, বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া সংগঠনের একাধিক শাখা রয়েছে। জাপানী শাখার অবস্থা কেমন?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানে জাপানে আমাদের কমিউনিটি আয়তনে ছোট। সংখ্যার বিচারে দুশ'র বেশি হবে না। আফ্রিকায় আমাদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। ঘানায় বিরাট সংখ্যক আহমদী রয়েছেন। অনুরূপভাবে ফ্রাঙ্কোফোন দেশসমূহে জামাতের সদস্য সংখ্যা বিপুল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সংখ্যায় কম কি না বেশি, প্রশ্ন সেখানে নয়, প্রকৃত জিনিস হল গুণমান আর এটি উৎকৃষ্ট হতে হবে। আহমদীয়া কমিউনিটির সদস্যদেরকে সব দিক থেকে সক্রিয় হতে হবে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমলকারী হতে হবে। খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক এবং অপরের অধিকার প্রদানকারী হতে হবে। প্রত্যেক আহমদীর এই দুটি বিশেষত্ব থাকা জরুরী। এক, খোদার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা, এবং দুই, মানবতার সেবক হওয়া এবং অপরের অধিকার প্রদানকারী হওয়া।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, পৃথিবীতে কট্টরবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উগ্রবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের সঙ্গে কোন সংলাপ করা যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এমন মানুষেরা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। আমরা যেভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করছি তা তাদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না।

আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে ইসলাম যখন কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকবে আর মুসলমানেরা ইসলামী শিক্ষাকে ভুলে যাবে, সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথ দেখাতে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করবেন। আমাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এসে গেছেন আর তিনি হলেন জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.) । আমাদের দাবি আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যতদ্বাণী অনুসারে যার আগমণের কথা ছিল তিনি এসে গেছেন, অপরদিকে আমাদের বিরোধীদের দাবি তিনি এখনও আসেন নি। এই হল তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য।

ইসলামের শিক্ষা হল এই যুগে তরবারির জিহাদ নেই। প্রকৃত জিহাদ হল নিজের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা, এবং তবলীগের ও ইসলাম প্রচারের জিহাদ। অন্যরা একথা বিশ্বাস করে না। এই কারণে আমাদের সঙ্গে কোন মঞ্চে কথা বলে না।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ইসলামের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সংলাপের সম্ভাবনা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা কথা বলতে প্রস্তুত। আপনি যদি মঞ্চ প্রস্তুত করতে পারেন তবে আমরা তৈরী।

জাপানে যে সমস্ত মুসলমান রয়েছে তারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করে।

সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, কেবল এই বছরই পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আর এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাংবাদিক বলেন, প্যারিসের ঘটনা জাপানেও বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

হুযুর বলেন: আপনি সরাসরি এই পরিস্থিতির কারণে প্রভাবিত হন নি। এখানকার পরিস্থিতি ভিন্ন, কিন্তু একজন মানুষ হওয়ার সুবাদে আপনারও সেই একই আবেগ অনুভুতি জেগেছে যা সেই ঘটনায় প্রভাবিতদের সঙ্গে ঘটেছে আর তারা এই ঘটনার নিন্দা করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউরোপের পরিস্থিতি ভিন্ন। ইউরোপিয়ান মানুষ এখন মুসলমানদের সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। মুসলমানরা ইউরোপে সমস্যার সম্মুখীন। আর এসব কিছু হচ্ছে সেই মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদীদের কারণে যারা ইসলামের সুনাম হানি করছে। আমরা এই ঘটনার নিন্দা করি। ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউরোপে আহমদীরা সমস্যার সম্মুখীন হয় না। দুই দিন পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক সদস্য মার্গারেট ফেরিয়ার আমাদের পক্ষে সওয়াল করে বলেছেন যে, আহমদীরা এদেশের কেবল গুরুত্বপূর্ণ অংশই নয়, বরং তারা প্রতি বছর বিট্রিশ চ্যারিটির জন্য হাজার হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করে। তারা প্যারিসের যন্ত্রনাদায়ক হামলার নিন্দা করেছে। প্রকৃত ইসলাম শান্তির ধর্ম আর আহমদী মুসলমানেরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে এর অনুশীলন করে। তাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক সমস্যার শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান বের করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যপূর্ণ বিষয় হল, অন্য মুষ্টিমেয় মুসলমানন ইসলামের ভ্রান্ত শিক্ষা উপস্থাপন করছে। আহমদী মুসলমানেরা ভালবাসা, সম্প্রীতি, সাম্য, দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং শান্তির প্রচার করে। তাদের আদর্শবাণী হল, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে।'

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই বিট্রিশ সাংসদের বিবৃতির পর হোম সেক্রেটারী টেরেসা মে এই বিবৃতির সমর্থন করে বলেছেন, মার্গারেট সাহেবা যথার্থ বলেছেন। আহমদীরা সমাজের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট নমুনা। এরা যে মূল্যবোধ উপস্থাপন করে তার উপর নিজেরাও আমল করে এবং সেগুলিকে নিজেদের সমাজের অংশ বানিয়ে নেয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যারা আমাদেরকে জানে তারা আমাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে। কেবল মুসলমানরাই আমাদের বিরুদ্ধে, কেননা আমরা সেই ধরণের জিহাদে বিশ্বাসী নই যা তারা বিশ্বাস করে।

জাপানেও পাকিস্তান থেকে যে

সমস্ত মুসলমানেরা আসে বা অন্যান্য দেশ থেকে আসে, তারা আমাদের বিরোধীতা করে। তারা এখানে কোন সুযোগ পেলে আমাদের বিরোধীতাই করবে।

সাংবাদিকের শেষ প্রশ্ন ছিল যে, এই সফরে জাপানীদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বার্তা দিবেন?

এর উত্তরে হুযুর বলেন, আমার বার্তা এটিই যে, পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করুন। পৃথিবী যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জাপানী জাতি এই পরিস্থিতিকে ভালভাবে ঠাওর করতে পারে। জাপানী জাতি এবং জনগণ চেষ্টা করুক যাতে পৃথিবীতে শান্তি বজায় থাকে এবং তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়।

এই সাক্ষাতকার অনুষ্ঠান ২:২৫টায় সমাপ্ত হয়।

জাপানের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ফুলের বিশেষ স্থান রয়েছে। সুন্দর পুষ্প-সজ্জা জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আজ টোকিওয় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে জামাতের এক পুরোনো বন্ধু এক জাপানী ব্যবসায় মি. তাকেশি কোহজি সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.) কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নিজের পক্ষ থেকে গোটা হলঘরকে ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি কয়েকদিন ধরে চিন্তা করছিলাম যে, জামাতের সর্বোচ্চ নেতা এবং খলীফাকে কিভাবে অভিবাদন জ্ঞাপন করব আর কি উপহার দিব। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পুষ্প-সজ্জার মাধ্যমে খলীফাতুল মসীহকে স্বাগত জানানোই হবে সর্বোৎকৃষ্ট উপহার।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাবর্গ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ (পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে) শুনে নিজেদের বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরা হল।

নিহউন ইউনিভার্সিটির চান্সেলর Mr Urnao Tatsuno সাহেব বলেন: আমি চিন্তা করছিলাম যে, তিনি আমাদেরকে কি বলবেন? কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে তিনি ইতিহাস এবং অনাগত ভবিষ্যতের রূপরেখাকে সম্পূর্ণদৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন। তিনি বাস্তব যুক্তিপ্রমাণ এবং উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলেছেন। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে ইসলামের শিক্ষাও তিনি বর্ণনা করেছেন। এই ভাষণ ইংরেজি এবং জাপানী ভাষায় সারা জাপানে প্রচার করা দরকার।

মার্টিন ব্ল্যাকওয়ে, যিনি একজন বানিয্য বিষয়ক উপদেষ্টা এবং একজন খ্যাতনামা কবিও বটে। একটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। তিনি নিজের মতামত জানিয়ে বলেন: যা কিছু আমি পুস্তকে লিখেছিলাম হুযুর তার উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদের কন্যা ওহারা ব্ল্যাকওয়ে সাহেবাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: তিনি জাপানীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। আমরা যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি।

এক জাপানী বন্ধু শিনসাকু লিডা সাহেব বলেন: আজ যদি আপনারা আমাকে আমন্ত্রন না করতেন এবং আমি এখানে না আসতাম, তবে নিজের অনেক বড় ক্ষতি করতাম।

আসাহি পত্রিকার প্রধান রিপোর্টার কাতো হিরোনরি সাহেব বলেন: জামাত আহমদীয়া জাপান নিজেদের স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে যদি না আসত, তবে ইসলামের এই অপরূপ রূপ দর্শন থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতাম।

বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রধান পুরোহিত এবং নেতা সাতো রিয়োকো সাহেব নিজের আবেগ অনুভুতির কথা ব্যক্ত করে বলেন: আমি একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু হুযুর আনোয়ারের কথা শুনে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি নামাযও পড়েন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না হুযুর প্রস্থান করেন, তিনি হলঘরে বসে হুযুর আনোয়ারকে অক্লান্ত দৃষ্টিতে দেখছিলেন আর অশ্রুসজল নয়নে নামাযে কিছু পাঠ করছিলেন।

নোট: ২০১৩ সালে হুযুর যখন জাপানে যান তখন এই বৌদ্ধ পুরোহিতই এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। পরে এক আহমদী তাঁকে বলেন যে, আপনি দোয়া করুন যেন খোদা তা'লা আপনার কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমি তো খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই। দোয়া কি করব? আজ সেই বৌদ্ধ পুরোহিত পুনরায় যখন হুযুর আনোয়ারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে পল্টে গিয়েছিলেন। তিনি হুযুর আনোয়ারের পিছনে নামাযও পড়েন এবং আবেগঘন হয়ে দোয়াও করেন।

এক বৃহত গাড়ি নির্মাতা সংস্থার সদর Serio Ito সাহেবও অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: হুযুরকে দেখে কোন ফির্কা বিশেষের নেতা বলে মনে হয় না, বরং তিনি এমন এক বিশ্বনেতা বলে প্রতীত হন যাঁর দৃষ্টি সমগ্র বিশ্বের উপর এবং যাঁর কথা সমগ্র জগতের জন্য কর্মপন্থা।

Toshihisa Miyazaki সাহেব বলেন: হুযুরের ভাষণ এবং জাপানী জাতির উদ্দেশ্যে উপদেশাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর ভাষণে ইসলামী শিক্ষা এবং বিশ্ব ইতিহাসেরও প্রতিফলন ঘটেছে। সানফ্রান্সিসকো শান্তি চুক্তিতে কোন মুসলমানের ভূমিকা আমাদের জন্য নতুন বিষয় ছিল।

আকিকো কোমুরা নামে এক জাপানী বলেন: জাপানের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের থেকে তাঁর জ্ঞানের ব্যপকতা বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা স্মরণ করানোর পাশাপাশি তিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সর্তক করেছেন।

এক জাপানী মুসলমান হিরোনো ইসমাঈল সাহেব বলেন: আমি একজন মুসলমান, কিন্তু কখনো কোন মুসলমান বিদ্বানের কাছে এমন কথা শুনিনি। ইতিহাস হোক বা যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, তিনি সব কিছু অকপটে বর্ণনা করেছেন। আমি কুরআন পাঠ করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত বিষয় জানি না, যা খলীফাতুল মসীহ বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, যদিও আমি অ-আহমদী মুসলমান, কিন্তু আমি আপনাদের খলীফার ব্যক্তিত্বে এক প্রতাপ ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, খলীফা কুরআন করীমের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করেছেন। আর এই উদ্ধৃতিগুলি কেবল নিছক উদ্ধৃতিই ছিল না, বরং সেগুলি সত্য নির্ভর ছিল। কেউ একথা বলতে পারে না যে, খলীফা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন না। কেননা, খলীফাতুল মসীহ যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা সবই কুরআন করীমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং প্রকৃত ইসলাম কি তা তুলে ধরেছেন। এর পূর্বে আমি ইসলামের এমন সুন্দর বর্ণনা জীবনে কখনো শুনি নি।

আমি পূর্বে কখনো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তা করি নি, কিন্তু এখন আমার চেতনা হচ্ছে যে, তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পৃথিবীর জন্য সত্যিই এক বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খলীফা একজন দুরদর্শী ব্যক্তি, আর তিনি আমাদের ভবিষ্যত নিয়েও উদ্বিগ্ন। একজন মুসলমান হওয়ার সুবাদে খলীফার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

Yuka Kikuoka নামে এক ভদ্রলোক বলেন: খলীফার ভাষণ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। তিনি আমাদেরকে সেই সমস্ত কথা বলেছেন যা সম্পর্কে আমরা পূর্বে কখনো চিন্তাও করি নি। শান্তি ও সুস্থিতি পূর্ণ পরিবেশে সেই সমস্ত বিপদ সম্পর্কে আমরা কল্পনাও করতে পারি না, যেগুলি সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। যুদ্ধ কতটা বিধ্বংসী হয়ে থাকে এবং পরমাণবিক হামলা কতটা ভয়াবহ হয়ে থাকে তা আজ আমরা উপলব্ধি করলাম।

ইতো হিরোশি সাহেব বলেন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোসিমার উপর পারমাণবিক আক্রমণের পর জামাতের ইমামের পক্ষ থেকে ধর্মীয় ভাষণ এক অসাধারণ বিষয়। এর দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়া ভূমিকা স্পষ্ট হয়।

এক জাপানী বন্ধু বলেন: আজ আমি একথা শিখেছি যে, যারা ইসলামকে 'দায়েশ'-এর সঙ্গে যুক্ত করে তারা ভুল করে। আজ খলীফাতুল মসীহ আমাদেরকে শান্তির বার্তা দিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবী শান্তির বিপরীতে অগ্রসর হচ্ছে। খলীফার একথাই আমি সহমত পোষণ করি যে, আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমানে আমরা যে বোমা বর্ষণ এবং আকাশ পথে হামলা অভিযান চালাচ্ছি তা সব অনর্থক এবং নিরপরাধ মানুষদের প্রাণহানির কারণ হচ্ছে।

এক জাপানী ভদ্রমহিলা বলেন: আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমরা মনে যে অবধারণা ছিল তা হল ইসলাম অত্যন্ত ভয়ানক ধর্ম। কিন্তু আজ খলীফাতুল মসীহর ভাষণ শুনে আমি উপলব্ধি করলাম যে, ইসলামই হল সবথেকে শান্তিপ্রিয় ধর্ম। এটি আমার জন্য অত্যন্ত বিস্ময়জনক ব্যাপার। খলীফা যখন জাপানের উপর হওয়া পারমাণবিক হামলার ৭০ বছর পূর্তির কথা উল্লেখ করেন, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি পৃথিবীর পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভুতি ও ভালবাসা প্রশসংনীয়

তাক্কেশি কোকি নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: আজ খলীফাতুল মসীহর বক্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে গেল যে, ইসলাম আহমদীয়াত অত্যন্ত শক্তিশালী এবং

শান্তিপ্রিয় ধর্ম। জাপানীদের অধিকাংশের ধারণা ছিল ইসলাম একটি মন্দ ধর্ম, কিন্তু আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনাদের খলীফা শান্তির মূর্তপ্রতীক। খলীফা বলেন, ৭০ বছর পূর্বে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলির পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। খলীফাতুল মসীহ যা কিছু বলেছেন তা সত্য ভিত্তিক ছিল।

মি. কোজি বলেন: খলীফাতুল মসীহ্ ভাষণ শুনে আমি জানতে পারলাম যে আইসিস এবং প্রকৃত মুসলমানদের মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে। আমার মনে যা কিছু শঙ্কা ও সংশয় ছিল তা সব দূরীভুত হয়েছে। খলীফাতুল মসীহ একেবারে যথার্থ বলেছেন যে, আমরা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছি। তিনি আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্বাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, এই যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত।

আরেক জাপানী ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ অত্যন্ত চমৎকার ছিল। অনেকে ইসলামকে অপকর্মের সঙ্গে জুড়ে দেয়। কিন্তু আজ আমি জানতে পারলাম যে, ইসলাম ঠিক এর উল্টোটি। ইসলাম তো এমন এক ধর্ম যা শান্তির বিকাশ ঘটায়। আমার বয়স অত বেশি নয়, যার কারণে আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে খুব বেশি জানি না, কিন্তু খলীফাতুল মসীহ আমাদের জাতির প্রতি যে সহানুভুতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন তা আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি।

মি. মিউরা নামে আরেক জাপানী ভদ্রলোক বলেন: আজকে খলীফার ভাষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল। সেই বার্তা হল, বর্তমান যুগের সমরাস্ত্র এবং বোমাগুলি বিগত যুগের তুলনায় অনেক বেশি ভয়ানক এবং বিধ্বংসী। খলীফা বলেছেন যে, এখন একে অপরকে প্ররোচিত করার সময় নয়, বরং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের সময় আর সংঘবদ্ধ হওয়ার সময়। খলীফা আমাদেরকে বিশেষ করে আমাদের জাপানীকে আমাদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেননা, যুদ্ধের বিভীষিকা কি তা আমরা জানি। খলীফা বলেছেন, জাপানের উচিত নিজেদের ইতিহাস সামনে রেখে যাবতীয় প্রকারের কলহ ও বিবাদ প্রতিহত করার জন্য আগুয়ান হওয়া।

ইউশিদা সাহেব নামে এক ভদ্রলোক বলেন: পূর্বে একথা আমার জন্য বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কিন্তু আজ আমি জানতে পারলাম যে, ইসলাম বিশ্ব স্তরে ধর্মীয় স্বাধীনতা চায়। আহমদীরা ভূমিকম্পের সময় আমাদের সাহায্য করেছিল আর এখন আমি জানি যে, তারা এমনটি কেন করেছিল। ইসলামি শিক্ষা এবং খলীফার দিক-নির্দেশনাই ছিল এই কাজের অনুপ্রেরণা। আপনারা কঠিন সময়ে আমাদের সাহায্য করেছেন আর এখন আমরা যেখানে প্রয়োজন হবে প্রত্যেক বিপদে আহমদীদের সাহায্য করব।

খলীফা এই আশাঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যদিও জাপানের মধ্যে কোন অভ্যন্তরীন লড়াই নেই, কিন্তু তিনি আমাদেরকে এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, বহির্বিশ্বের লড়াইও আমাদেরকে প্রভাবিত করবে।

অন্যরা নিজেদেরকে যতই উচ্চ মূল্যবোধের অধিকারী মনে করুক না কেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, জাপান নৈতিক অধঃপতনের শিকার হয়েছে। তাই আমাদের সেই শান্তিপ্রিয় শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত খলীফা যার প্রচার করছেন।

মি. ইটাসেন নামে এক জাপানী ভদ্রলোক বলেন: আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, এত স্বনামধন্য এবং সম্মানীয় সত্তা এত দূর সফর করে আমাদের মাঝে এসেছেন। খলীফা জাপানে এসেছেন, এটি আমাদের দেশের জন্য গর্বের বিষয়।

তিনি জাপানীদেরকে শান্তির শিক্ষা এবং ইসলামের সত্যতার দিকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। সচরাচর মুসলমানদের সঙ্গে এত বেশি সাক্ষাতের সুযোগ আমাদের আসে না। কিন্তু এবিষয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত যে, আজ আমি মুসলমানদের মধ্যে থেকে পৃথিবীর সব থেকে মহান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। আমরা কতই না সৌভাগ্যবান!

খলীফার দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রজ্ঞা, সত্য এবং নিষ্ঠা ছাড়া কিছুই আমার চোখে পড়ে না। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিনি সত্যবাদী। তাঁর ব্যক্তিত্বেই সত্য উদ্ভাসিত হয়। তিনি এক মহান ব্যক্তি। আমরা জানি না যে, যুদ্ধ কবে হবে, আমি মনে করতাম যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এখন মনে হয় এই যুদ্ধকে আমরা প্রতিহত করতে পারি। এর জন্য খলীফার কথার উপর আমাদেরকে আমল করতে হবে।

একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যা খলীফা উপস্থাপন করছেন, তা আমাদের দেশের জন্য উত্তম।

Takayano Kazuo নামে এক সাংবাদিক বলেন: খলীফার বাণীই প্রকৃত শান্তির বাণী। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য জাপানকে নিজের ভূমিকা পালনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি যা কিছু বলেছেন তা একেবারে যথাযথ আর এটিই সময়ের দাবি। আমি এবিষয়টিকে অত্যন্ত সমীহের চোখে দেখি যে, তিনি পারমাণবিক হামলা স্বরূপ যে আঘাত আমরা পেয়েছি তার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং দুঃখ কষ্টে তিনি আমাদের পাশে আছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে পি.এইচডি-র এক ছাত্রের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর

নাগোয়ায় টোকিওয়র এক বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি (Rkiyo University)-এর এক ছাত্র কোহজি ইয়াজামা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি মহাকাশ বিদ্যায় পি.এইচ.ডি করছেন। উত্তর পূর্ব জাপানের সুনামি ও ভূমিকম্পের পর হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর পক্ষ থেকে ত্রাণ শিবিরে জামাতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর তিনি প্রায় ৬ মাস সেই শিবিরে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি স্থায়ীভাবে যোগাযোগ রাখেন এবং জামাতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

হুযুর আনোয়ার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কোন বিষয়ে গবেষণা করছেন?

তিনি বলেন, 'আমি জানতে চাই এই মহাবিশ্ব কখন এবং কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছিল। এই বিষয়েই আমার গবেষণা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি বিগ-ব্যাং সম্পর্কে গবেষণা করছেন। আপনি একথা জেনে আশ্চর্য হবেন যে, কুরআন করীম এ সম্পর্কে অনেক পূর্বেই বর্ণনা করেছে। হুযুর আনোয়ার কুরআন করীমের আয়াত বের করে বলেন, সূরা আম্বিয়ার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ ও পৃথিবী এক আবদ্ধ বস্তু ছিল। 'ফাফাতাকনাহুমা' অতঃপর আমরা সেগুলিকে বির্দীণ করলাম যার ফলে এই ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব লাভ করল। আর কুরআন করীম থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, এমনকি কুরআন করীম একথাও বর্ণনা করে যে, আরও একাধিক পৃথিবী সৃদশ গ্রহ এই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান যেগুলি বিজ্ঞান একদিন আবিষ্কার করবে। এই কথা কুরআন করীম সেই সময় বর্ণনা করেছে যখন কিনা বিশ্ব এ থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল আর মাত্র কয়েক বছর পূর্বেই বিজ্ঞান এই সত্য উদ্ঘাটন করতে সফল হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম অটল সত্য বর্ণনা করে, আর অনেক বিজ্ঞানী এমন গত হয়েছেন যারা কুরআনের দাবিকে ভিত্তি করে গবেষণা করেছেন এবং কুরআন সঠিক পরিণামে পৌঁছানো পর্যন্ত তাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। তাদেরই মধ্যে অন্যতম হলেন ডক্টর আব্দুস সালাম যিনি কুরআনের দাবিকে ভিত্তি করে গবেষণা করেছেন এবং সফল হওয়ার পর তিনি নোবেল পুরস্কারও অর্জন করেছেন। তিনি বলতেন কুরআন করীমে ৭০০-র বেশি আয়াত এমন রয়েছে যেগুলি বিজ্ঞান সম্পর্কে। তিনি কুরআন এই দাবির উপর গবেষণা করেন যে, প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই পরমাণুরও জোড়া থাকবে আর তিনি তা প্রমাণও করেছেন।

কোহজি সাহেব প্রশ্ন করেন যে, কুরআনের উপর ঈমান না এনে যদি কুরআনকে ভিত্তি করে গবেষণা করে কিছু প্রমাণ করতে পারি, তবে কি তা অন্যায় হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ঠিক আছে, আপনি এটি ছাড়াও (ঈমান না এনেও) গবেষণার নতুন পথ সন্ধান করতে পারেন। আমাদের নবী মহম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক জ্ঞানের কথা, প্রজ্ঞার কথা মোমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই পাও তা গ্রহণ করা উচিত। তাই আপনি যা কিছু গবেষণা করে প্রমাণ করবেন, আমরা তা গ্রহণ করব। বিশেষ করে আপনি যদি এমন কোন বিষয় প্রমাণ করেন যা আগে থেকেই কুরআন করীমে বিদ্যমান থাকে, তবে এর ফলে আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআনের যুক্তি-প্রমাণের অকাট্যতা আমাদের সামনে পূর্বের থেকে আরও স্পষ্ট হবে। তাই যেভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা আমরা যার কাছ থেকেই হোক বা যেখান থেকেই হোক গ্রহণ করে থাকি, আমরা আপনার কাছেও এটি আশা করি যে, আপনিও এমনটি করবেন এবং কুরআন করীমকে কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে ত্যাগ করবেন না, বরং এর মধ্যে বিজ্ঞানের যে রহস্য বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে গ্রহণ করবেন এবং সেগুলির উপর

গবেষণা করবেন।

কোহজি সাহেব প্রশ্ন করেন যে, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তারাও সত্য না কি মিথ্যা?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের বিশ্বাস, যেরূপ কুরান করীম বর্ণনা করেছে, প্রত্যেক জাতিতে আল্লাহ্ তা'লা নবী পাঠিয়েছেন আর প্রত্যেক নবীই নিজ জাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেছেন এবং তাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মূসা, ঈসা, কৃষ্ণ, বুদ্ধ- প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র নবী বলে বিশ্বাস করি। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক নবীই একই শিক্ষা দান করেছেন, কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর লোকেরা অনেক কথা তাদের আনীত শিক্ষার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এখন সেই সমস্ত ধর্মের অনুসারীদের দায়িত্ব হল ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে খুঁজে বের করা এবং তার উপর আমল করা। কোন ধর্মই মিথ্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে যে সমস্ত বিষয় তার মধ্যে সংযোজিত হয়েছে সেগুলি সেই ধর্মগুলির স্বরূপ বিকৃত করেছে। সেই প্রকৃত রূপ সন্ধান করা জরুরী।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে, এই সমস্ত ভেদাভেদ ও মতপার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তির কোন পথ খোলা আছে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আলবৎ আছে, এ সম্পর্কে কুরআন করীম যে নীতি বর্ণনা করেছে তা সর্বোত্তম। সেই নীতি হল, সমস্ত ধর্মের মানুষ যেন এমন একটি বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হয় যা তাদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং অভিন্ন। আর সেটি হল আমরা যেন আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনি। তাই সমস্ত ধর্মের মানুষ যদি এই বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হয় যে, আমরা এক খোদার উপর ঈমান আনছি তবে বিষয়টি আন্তঃধর্মীয় শান্তির ক্ষেত্রে এক সুদৃঢ় ভিত রচনা করবে।

এরপর একে অপরের ধর্মীয় মনীষিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অবমাননাকর কথা না বলাও আন্তঃধর্মীয় শান্তির জন্য জরুরী। এ সম্পর্কে ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে। এই প্রেক্ষিতে ইসলাম কোনও ধর্মের মনীষি সম্পর্কে কোন অবমাননাকর মন্তব্য করার অনুমতি দেয় না। বরং শিক্ষা দেয় তাদের সম্মান করা এবং তাদের উপর ঈমান আনা মুসলমান হওয়ার জন্য জরুরী, কেননা তারা খোদার প্রেরিত পুরুষ ছিলেন।

অতঃপর হযরত রসুলে করীম (সা.) এও বলেছেন যে, তোমরা কোন মিথ্যা খোদাকেও দোষারোপ করবে না, কেননা, প্রতিশোধ নিতে তারাও তোমাদের খোদাকে গালি দিবে। অতএব ইসলাম আমাদেরকে শান্তি সমস্ত পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছে। আর আমরা এর উপর আমলও করি।

কোহজি সাহেব নিজের শেষ প্রশ্নে বলেন, ইসলামের উপর ঈমান না এনে কি নাজাত লাভ করা সম্ভব?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যে খোদার উপর আমরা ঈমান আনি, তিনি বড়ই দয়ালু। তিনি নিজের গ্রন্থে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নাজাতের জন্য দরজা খোলা রয়েছে, তা সে খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা যে কোন ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। শর্ত কেবল একটিই, সে যেন পুণ্যকর্ম সম্পাদানকারী হয়। আমাদের খোদা এতটাই দয়ালু, যেরূপে হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, দুইজন ব্যক্তি বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। একজন বলছিল, আমি কখনো কোন পুণ্য কর্ম করিনি, সবসময় মন্দ কর্ম করেছি। দ্বিতীয়জন বলল, তবে তো তুমি জাহান্নামে যাবে। আমি অনেক পুণ্যকর্ম করেছি। নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আমি জান্নাতে যাব। সেই দুই ব্যক্তি যখন আল্লাহ্ সমীপে পেশ হয়, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেন যে কোন পুণ্যকর্ম করে নি আর যে দাবি করছিল আমি পুণ্য করেছি, তাকে তিনি বললেন, তোর সব কাজ কেবল প্রদর্শনীর জন্য ছিল, এই কারণে সেগুলির প্রতিদান সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাকে তুই জাহান্নামী বলতিস। এই বলে তাকে দোযখে পাঠিয়ে দেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল, আল্লাহ্ যিনি অনেক দয়ালু, তাঁর হাতেই নাজাত নির্ভর করে। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দান করেন। আমাদেরকে কেবল এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা যেন তাঁর কথা শুনি এবং পুণ্যকর্ম করি, যাতে তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন।

اَسْلِمْ تَسْلَمْ

(ইসলাম গ্রহণ কর। তাতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।)

এই কারণেই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

-হাদীস

১ম পাতার শেষাংশ....

আবিষ্কৃত হয়ে জগতকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করে দিয়েছিল, বর্তমান যুগের বিজ্ঞান সেই সকল ঘড়ির নির্মাণ কার্য্য তো দূরের কথা উহা কল্পনায়ও আঁকতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। মোস্তান সারিয়ার শিক্ষাগারে এমন একটি আশ্চর্য্য ধরণের ঘড়ি সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, উক্ত ঘড়িতে যখন ঘন্টা বাজবার সময় হত তখন আপনা থেকেই একটি দরজা খুলে যেত এবং এই পথে ঘড়ির ভেতর থেকে কত সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বের হয়ে যথা সংখ্যক ঘন্টা বাজিয়ে দিত। তৎপর উহারা ঘড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হলে ঘড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যেত। দামেস্ক নগরের জামে মসজিদেও এইরূপ আশ্চর্য্য ধরণের একটি ঘড়ি স্থাপিত হয়েছিল। পাথরের ছায়া যে কিরূপে সময় নির্দেশ করত তা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। উহাতে গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ঋতু এবং শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ ভেদে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নি। মুসলেম বিজ্ঞানে চরমোন্নতির ইহাও একটি অন্যতম নিদর্শন। মুসলমানগণই প্রথম পানির কল আবিষ্কার করেন এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে স্থাপন করেন। এরূপ উন্নত ধরণের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন যে, একাল পর্যন্ত দামাস্কাসের অতি দরিদ্র গৃহস্থের বাড়িতেও একটি পানির ফোয়ারা বিদ্যমান রয়েছে। ভারত সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে আগ্রায় তাজমহলের পার্শ্বে এমন একটি বিস্ময়কর হাম্মাম সংস্থাপন করা হয়েছিল। উহার একটি নলে গরম ও অপরটিতে ঠান্ডা পানি উত্থিত হত। অদ্যপি উক্ত হাম্মামে যমুনার পানি সিঞ্চিত হয়ে থাকে। কলকারখানা এমন ভগ্ন চূণ বিচূর্ণ তথাপি হাম্মামের জলধারে যমুনার পানি উত্থিত হয়। সমুন্নতির যুগে মুসলমানগণই এনামিলিং ও ইস্পাত ধাতু আবিষ্কার করে জগদ্বাসীর যে কি মহদোপকার সাধিত করেছেন, তা অবর্ণনীয়। পণ্ডিতকুল শিরোমণি মহাত্মা হাসান দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনি বলেছেন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র একটা নল বিশেষ তার উভয় প্রান্তে আলোকের বিষম গতি বিধায়িনী যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। ভবিষ্যতকালে এই সকল নলের উৎকর্ষতা সাধিত হয়ে মারাঘা ও কায়রোর মানমন্দিরে কৃতকার্য্যতার সহিত ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমান সভ্য জগত এই যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য নতুন আবিষ্কারে জগতে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে তা আবুল হাসানেরই প্রভাব। ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক অত্যবশ্যকীয় যন্ত্র ও তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক নানা অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করে তদানীন্তন গ্রীক পণ্ডিতগণকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। বায়ূর বক্রগতি, চক্ষুর দর্শানুভুতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রীক পণ্ডিতদিগের ভ্রম অপনোদন করে দিয়েছিলেন। ভাসমান ও নিমজ্জমান পদার্থের শক্তি, পতনশীল পদার্থের গতি এবং পথের পরিমাণ ও পতনকাল ইত্যাদি নিরীক্ষণ করে আবুল হাসানই সর্বপ্রথম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তাঁর 'জ্ঞানের তুলাদণ্ড' নাম গ্রন্থে গতিশক্তি গণিত সম্বন্ধে এক বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করেন।

সমুদ্রপথে যাতায়াতের অসুবিধা দূর করার জন্য মুসলমানগণই সর্বপ্রথম কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের আবিষ্কার না হলে সমুদ্র ভ্রমণ কখনও নিরাপদ হত না। বিশেষত গগন বিহারী তরুণ বৈজ্ঞানিক দল চোখে আঁধার দেখতেন এবং তাদের আকাশ ভ্রমণের সাধ মনেই চেপে রাখতে হত। মিশর দেশীয় বিজ্ঞানকুল রত্ন মহাত্মা ইবনে ইউনুস দোলক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কেমন করে সময় নিরুপন করা যায় তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাছাড়া তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ সমূহ জ্যোতিষ্যের বহু পুরাতন ভ্রম প্রমাদ দূর করে উহাকে নব-জীবন দান করেন। মহাত্মা জোষায়মা সর্বপ্রথম দূর নিক্ষেপণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ইহার সাহায্যে অত্যন্ত ভারি দ্রব্যও সহজে উর্দ্ধে ও দূরে নিক্ষেপ করা যায়। পাদুকা এবং মোমবাতি প্রস্তুত করার প্রাণালীও জোষায়মা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। মুসলমানগণ কর্তৃক সর্বপ্রথম কাগজের কল আবিষ্কৃত হয় এবং বিভিন্ন নগরে সংস্থাপিত হয়। স্পেনীয় মুসলমানগণই সর্ব প্রথম কামান ও বারুদের আবিষ্কার ও ব্যবহার করেন। মিশর দেশেই প্রথম কামানের ব্যবহার হয়। 'জড় পদার্থ কথা কয়' এই সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে মুসলমানদিগকে যাদুকর ইত্যাদি নানা আখ্যায়িত হতে হয়েছিল। আজ তেরশত বছর পর বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্রের চোখে সেই সত্যই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। মুসলমানগণই সর্বপ্রথম বায়ু প্রবাহে আকাশ পথে ভ্রমণের উপায় আবিষ্কার করেন। এই সমস্ত আবিষ্কার ব্যতীত মুসলমানগণ জ্যোতিষ, গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির নানা সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করে জগদ্বাসীর উন্নতির পথ সুগম করে দিয়েছেন।

-সৌজন্যে পাক্ষিক আহমদী, ৩০ শে নভেম্বর, ১৯৬৯

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 18 Oct, 2018 Issue No.42

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ...

কানাডায় এসেছেন, কানাডিয়ান প্রচার মাধ্যমে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে জামা'তকে পরিচিত করেছেন। পাকিস্তানে আহমদীদের ওপর জুলম অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। সকল সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্য আমৃত্যু সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি হিউম্যান রাইট্স রিলেশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নিউ কানাডা পত্রিকার প্রকাশক এবং প্রধান সম্পাদক ছিলেন, বেশ কিছু বইও লিখেছেন। ১৯৮২ সনে তিনি কানাডিয়ান টিভি ও রোজাস চ্যানেলে বিনা পারিশ্রমিকে জামা'তের অনুষ্ঠান প্রচার করা আরম্ভ করেন। সারা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম ১২ ডিসেম্বর ১৯৮২ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি আর ইসলাম ও আহমদীয়াতের অনুষ্ঠান কানাডিয়ান টেলিভিশনে উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৫-৮৬সনে কানাডার আহমদীয়া গেজেটের এডিটর ছিলেন। মানবাধিকার সংক্রান্ত সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কানাডিয়ান সরকার তার ছবিসহ ডাক টিকিট জারি করেছে। কানাডিয়ান সরকার এবং বিভিন্ন সংগঠন তাকে অনেক পুরস্কার এবং সম্মানে ভূষিত করেছে। কানাডা জামা'তে তিনবার ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমরে খারেজা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৮ সনে কানাডায় আহমদী শরণার্থীদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে 'নিউ কানাডা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা ছাপা আরম্ভ করেন যার সম্পাদকীয়র মাধ্যমে তিনি কানাডায় নবাগতদের অধিকার আদায়ের সুযোগও পেয়েছেন। এই পত্রিকায় আহমদীয়তের বিশ্বাস এবং আহমদীদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একজন অকুতোভয় সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীর পরিচিতিমূলক লেখা লিখেছেন এবং সংকলন করেছেন। এটিও তাঁর জ্ঞানের জগতে এক বিরাট অবদান। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি কৃপা এবং করুণা বর্ষণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা মোবারাকা শওকত সাহেবার। তিনি হল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার সাবেক মুবাল্লেগ হাফেজ কুদরতউল্লাহ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ৮ সেপ্টেম্বর ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি বাবু আব্দুল লতিফ সাহেবের দোহিতা ছিলেন। ১৯৪০ সনে হাফেজ কুদরতুল্লাহ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, যিনি ওয়াকফে জিন্দেগী এবং জামা'তের প্রারম্ভিক মুবাল্লেগদের একজন ছিলেন। ৫৩ বছর তারা দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। প্রায় এর মাঝে বিশ বছর সেটি, যখন হাফেয সাহেব কর্ম ক্ষেত্রে বা তবলীগের ময়দানে থাকার কারণে প্রায়শ: বাইরে থাকায় ২০ বছর সন্তান সন্ততির তরবিয়তের দায়িত্ব একা পালন করেন। পুরোনো মুবাল্লেগদের স্ত্রীরা অনেক কুরবানী দিয়েছেন। পনেরো-কুড়ি বছর পর্যন্ত স্বামী থেকে পৃথক জীবন যাপন করেছেন। খুবই পুণ্যবতী, দোয়াগু এবং ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। ছেলে মেয়েদেরকে কুরআন পড়াতেন। অভাবীদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন, ধর্ম সেবার কাজেও উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করতেন। খিলাফতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। কেটালান ভাষায় জামা'তের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদের পুরো ব্যয়ভার হাফেজ সাহেবের পক্ষ থেকে এবং নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে বহন করেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় এক মসজিদের নির্মাণের পুরো ব্যয়ভারও পরিবারে পক্ষ থেকে বহনের সৌভাগ্য হয়েছে। ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে এক পুত্র আজিজুল্লাহ সাহেব এবং তিন কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে তার পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন, তার প্রতি মাগফেরাত এবং রহমত করুন। আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবের তিনি মামী ছিলেন।

তৃতীয় জানাযা হল চৌধুরী খালেদ সাইফুল্লাহ সাহেবের, যিনি অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের নায়েব আমীর ছিলেন। ২০১৮ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার বংশে আহমদীয়াত তার দাদা চৌধুরী মোহাম্মদ খান সাহেব নম্বরদারের মাধ্যমে আসে, যিনি গুরুদাসপুরের গিলমাঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯০ সনে তিনি যৌবনেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। চৌধুরী মোহাম্মদ খান সাহেবের আরেকটি সম্মান হল আহমদীয়তের বার্তা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে পৌঁছিয়েছেন। তিনি কাদিয়ান গেছেন, আসরের নামাযের সময় অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছিল, তাই তিনি ভাবলেন যে, মসজিদে আকসাতে গিয়ে নামায পড়ে নিই। তিনি নামাযের জন্য যান, সে সময় বাজামাত নামায শেষ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাইরে আসছিলেন, সালাম করেন, মানুষ নামায পড়া আরম্ভ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেখানেই বসে যান, আর নামায পড়া শেষ হলে তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, আপনারা কি আমার বার্তা পেয়েছেন? তারা বলেন যে, না, আমাদের কাছে কোন ঘোষণা পৌঁছে নি। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে সাথে নিয়ে কক্ষে যান, সেখানে আলমারিতে বই পুস্তক ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের গ্রামে যত শিক্ষিত মানুষ আছে তাদের জন্য নিয়ে যাও। তিনি বলেন যে, শিক্ষিত মানুষ কেবল তিন চারজন ছিলেন, আমি ১৪/১৫টি বই নিয়ে নিই বা তাঁর দাবির ঘোষণা সম্বলিত লিফলেট নিয়ে যাই। এরপর তা পড়ি এবং আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হই। তারপর শেখওয়া গ্রামের হযরত মিয়া জামালুদ্দিন সাহেব এবং হযরত মিয়া খায়রুদ্দিন সাহেব সেই গ্রামে থাকতেন, তারা তার পরিচিত ছিলেন, তিনি এই বই গুলি পড়ার পর তাদের কাছে নিয়ে যান, তারা বলেন যে, হ্যাঁ, আমরা গ্রহণ করেছি, তোমরাও গ্রহণ করে নাও । সুতরাং চৌধুরী মোহাম্মদ খান সাহেব শিখওয়া থেকে সোজা কাদিয়ান চলে যান, এরপর কাদিয়ান গিয়ে তিনি বয়আত গ্রহণের অনুরোধ করেন, যা মঞ্জুর হয়। আর এভাবে বয়আত করে তিনি জামা'তভুক্ত হন। বয়আতের পর একদিন চৌধুরী মোহাম্মদ খান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর পা মর্দন করছিলেন, তিনি সংকোচের স্বরে নিবেদন করেন, হুযূর! আমাকে কোন দোয়া শেখান, যার ফলে আমার ইহকাল এবং পরকাল সুসজ্জিত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের ওজীফা হল নামায সুন্দরভাবে আদায় কর, অজস্র ধারায় ইস্তেগফার কর। পরে আরেকবার একইভাবে পদ মর্দনের সময় ওজিফার অনুরোধ করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, ইস্তেগফার এবং দুরূদ শরীফ অজস্র ধারায় পড়। সারা জীবন তিনি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও এই রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেছেন। পূর্বের এই কথাগুলি তাঁর পিতামহের সম্পর্কে ছিল যেগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী খালেদ সাইফুল্লাহ সাহেব চাকরী উপলক্ষ্যে যেখানেই অবস্থান করতেন জামা'তের সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন। তিনি শতবার্ষিকি জুবুলির স্টেন্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্টও ছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসে শূরার নিয়মরক্ষা কমিটির প্রেসিডেন্টও ছিলেন। এছাড়াও তিনি জামা'তে আহমদীয়া ফয়সালাবাদের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। কেন্দ্রী আহমদীয়া ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়াশনের ফাইনানশিয়াল সেক্রেটারী ছিলেন। লাহোরে সিভিল লাইন এবং তারবেলা হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। লিবিয়ার 'বিন গাযি' জামা'তের আমীরও ছিলেন, আনসারুল্লাহ অষ্ট্রেলিয়ার সদর ছিলেন এবং জামা'তে আহমদীয়া অষ্ট্রেলিয়ার নায়েব আমীরও ছিলেন। মাহমুদ বাঙ্গালী সাহেবের ইন্তেকালের পর কিছু সময়ের জন্য আমি তাকে ভারপ্রাপ্ত আমীরও নিযুক্ত করেছিলাম আর তিনি সুচারুরূপে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। খেলাফতের প্রতি তার সুগভীর ও অসাধারণ বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। আরো অনেক সেবা এবং অবদান তার রয়েছে। খুব সফল জীবন যাপন করেছেন। খুবই জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, জামা'তের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে তার প্রবন্ধ ছাপতে থাকে। খুবই সরল প্রকৃতির হাসি খুশি এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদ মর্যাদা উন্নীত করুন এবং ক্ষমার আচরণ করুন। তিনি মুসী ছিলেন, শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন । তার বড় পুত্র মোহাম্মদ ওমর খালেদ সাহেব যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন, মর্ডেনের হালকা প্রেসিডেন্ট। ছোট পুত্র আহমদ উমর খালেদ অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার কন্যাও রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল সন্তান-সন্ততিকে তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir